ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-73 ■ 19 December, 2024 ■ আগরতলা ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ৩ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেসের রাজভবন অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে সারা দেশের প্রতিটা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে রাজ্যপালের নিকট কংগ্রেস দলের তরফ থেকে গণডেপুটেশন প্রদান করা হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরায় রাজভবন অভিযান করেছে প্রদেশ কংগ্রেস, জানালেন পিসিসি সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

প্রসঙ্গত, আজ সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে রাজভবন অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অভিযান আগরতলা প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে শুরু হয়ে মিছিল করে সার্কিট হাউজের সামনে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে রাজভবন অভিযানের বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদে এই কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, আদানীর অর্থনৈতিক দুর্নীতি ও প্রতারণা এবং মনিপুর ইস্যু নিয়ে সংসদ উত্তাল হলেও প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে নিশ্চুপ। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে সারা দেশের প্রতিটা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে রাজ্যপালের নিকট কংগ্রেস দলের তরফ থেকে গণডেপুটেশন প্রদান করা হবে। তিনি আরো বলেন, আদানির দুর্নীতি ও প্রতারণার বিষয়ের পাশাপাশি মণিপুরের অশান্ত অবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কোনো মন্তব্য করছেন না। প্রায় ১৮ মাস ধরে মণিপুরে জাতি দাঙ্গা অব্যাহত থাকলেও এই পরিস্থিতিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী সেখানে একবারও যান নি।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা জানিয়েছেন, সারা দেশের রাজ্যপালের কাছে গিয়ে মোদি- আদানির প্রতারণা ও মণিপুরে দাঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কোনো বক্তব্য না থাকার বিষয়ে জনমত গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়তা থেকে পরিত্রাণ পেতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

এদিকে, মানুষ চিনতে ভুল করেছি একসময়, এমন ভুল যেন আগামী দিনগুলোতে না হয়। আজ ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের চিকিৎসা ও চিকিৎসকের উপর জনগণের বিশ্বাস রাখতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে আগরতলা গভমেন্ট ডেন্টাল কলেজ একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। রাজ্যে ডেন্টাল কলেজ স্থাপন হবে, এটা কারোর কল্পনার মধ্যেও ছিলনা। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্যবাসীর দীর্ঘদিনের এই স্বপ্ন পূরণ সম্ভব হয়েছে। আজ আগরতলা টাউন হলে আগরতলা গভর্মেন্ট ডেন্টাল কলেজের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগরতলা গভর্মেন্ট ডেন্টাল কলেজকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে এখান থেকে পাশ করে ছাত্রছাত্রীরা গর্ববোধ করতে পারে। পাশাপাশি কলেজের ফ্যাকাল্টি ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। ছেলেমেয়েরা নিয়মিত ক্লাসে যোগদান করছে কিনা সে বিষয়ে অভিভাবকদেরও সচেতন থাকতে হবে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১৮৮০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি আই জি এম হাসপাতালের কমপ্লেক্সে রাজ্যের প্রথম আগরতলা গভর্মেন্ট ডেন্টাল কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বলেন, আগরতলা গভর্মেন্ট ডেন্টাল কলেজের পরিকাঠামো বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই কলেজে লেজার ট্রিটমেন্ট ও থ্রি-ডি প্রিন্টিং ল্যাব চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন, গবেষণা ও রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য পরিকাঠামোগত নানা সুবিধা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে কলেজে বিডিএস কোর্সে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। বর্তমানে এই কলেজের আসন সংখ্যা বেড়ে ৬৩ হয়েছে। রাজ্যের জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই লক্ষ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। রাজ্যিক হাসপাতালে রোগীর চাপ কমানোর লক্ষ্যে জেলা হাসপাতালগুলোকে উন্নয়ন করা হচ্ছে। সম্প্রতি আগরতলা গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে কিডনি প্রতিস্থাপনও শুরু হয়েছে। যা রাজ্যের চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আগামীদিনে রাজ্যে লিভার প্রতিস্থাপনের বিষয়েও চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এছাড়াও আগরতলা গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে ৯টি সুপার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জালনোট মামলায় অভিযুক্তের ৫ বছরের সাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ ডিসেম্বর।। দীর্ঘ দশ বছর পর জাল নোট মামলায় অভিযুক্তকে দুটি ধারায় পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা দিল ধর্মনগর দায়রা আদালতের বিচারপতি অংশুমান দেববর্মা। সাথে পাঁচ হাজার টাকার জরিমানা এবং অনাদায়ে আরো ছয় মাস করে জেল হাজতের রায় দেন তিনি।

ঘটনার বিবরণে সরকারি আইনজীবী পার্থ পাল জানিয়েছেন, ২০১৪ সালের ১ নভেম্বর সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরের উত্তর পদ্মবিলের বাসিন্দা হেলাল উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি ধর্মনগর শহরের ক্ষিতীশ চন্দ্র দেবনাথের মুদি দোকানে কোন একটা জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন। কিছু জিনিস কিনার পর হেলাল দোকান মালিককে পাঁচশো টাকার একটি নোট দিলে নোটটি দেখে দোকান মালিকের সন্দেহ হয়। প্রাথমিক ভাবে বোঝা যায় এটি জাল নোট। পরে আশপাশের দোকানি সহ দোকান মালিকের ছেলে মতিলাল দাস ধর্মনগর থানায় খবর দিয়েছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে মোট ছয়টি পাঁচশো টাকার জাল নোট অর্থাৎ জাল তিন হাজার টাকা উদ্ধার করে। তার বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় ১০৪ নম্বরের ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৮৯ বি এবং ৩৮৯ সি ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেন তদন্তকারী অফিসার নন্দদুলাল সাহা। এদিকে উদ্ধার তিন হাজার টাকা ফরেন্সিক সাইন্সের রিপোর্টে জাল আসে। সাথে ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে দক্ষিণ কদমতলার আলমাছ আলি নামের এক যুবককে আটক করলেও পরবর্তীতে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে তদন্তকারী অফিসার নন্দদুলাল সাহা অন্যত্র বদলি হলে মামলাটি হাতে নেন সাব ইন্সপেক্টর দেবজিত চ্যাটার্জি। পরবর্তীতে তিনি মামলাটির চার্জশিট ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতে জমা দেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, অবশেষে দীর্ঘ দশ বছর ধরে মামলাটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঃ প্রদ্যোৎ কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। ভারত বিরোধী আওয়াজ তুলে নিজেদের ঝাল মেটাচ্ছেন বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সহ সমস্ত উপদেষ্টাগণ। তাই তাঁদের সীমা মনে করালেন এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। তাঁর সতর্কবার্তা, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনে আমরা তাঁদের নিজ দেশে নৈতিক ও আর্থিকভাবে ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের সীমা অতিক্রম করব।

আজ সামাজিক মাধ্যমে প্রদ্যোত লিখেন, ভারত সম্পর্কে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টাদের উস্কানিমূলক বক্তব্যের জন্য তাঁরা আদতে নিজেদের কবর খুঁড়ছেন। তার দাবি, এটা ঠিক ১৯৭১ সালে ভারতের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে ভেঙে দুই টুকরো করা। তৎকালীন সময়ে আমেরিকা পাকিস্তানের পাশে থাকা সত্ত্বেও ভারত তা করে দেখিয়েছে।

তাঁর কথায়, আজ বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের পাকিস্তানের চেয়ে দুর্বল এবং ভারত অনেক শক্তিশালী দেশে পরিনত হয়েছে। যে দেশ তার প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবকে সম্মান করতে পারে না, সে দেশ ভুল পথে চলে যাচ্ছে। তাঁর সতর্কবার্তা, সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনে আমরা তাদের দেশের মধ্যে নৈতিক ও আর্থিকভাবে ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের সীমা অতিক্রম করব।

ভূমি সম্পদ ইনভেন্টারি কর্মশালার উদ্বোধন

মাটিকে রক্ষা করে উৎপাদন বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। ভবিষ্যত প্রজন্মের দ্বারা বিভিন্ন ফসলের উতাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ১০০ বছর ধরে মাটি ব্যবহার করার লক্ষ্য রেখেটেকসই উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

বুধবার আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে 'জিও-স্পেশাল টেকনিকস ব্যবহার করে ত্রিপুরার ভূমি সম্পদ ইনভেন্টরি' বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালাটি ত্রিপুরা সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ বিভাগের সহযোগিতায় আইসিএআর-ন্যাশনাল ব্যুরো অফ সয়েল সার্ভে অ্যান্ড ল্যান্ড প্ল্যানিং আঞ্চলিক কেন্দ্র, জোড়হাট দ্বারা আয়োজিত হয়েছে। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয় রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, এডিনগর, আগরতলা দ্বারা।

কর্মশালার উদ্বোধন ও "গোমতি জেলার জরিপ কার্যক্রম" সংক্রান্ত প্রতিবেদন পুস্তিকা উন্মোচন করে মন্ত্রী নাথ বলেন, ত্রিপুরায় কৃষিজমি খুবই কম। ৬০ লাখ ৬২ হাজার কানি রয়েছে এবং এর মধ্যে ২৯ লাখ ৬৮ হাজার কানি জমিতে ফসল চাষ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ লাখ কানি জমিতে ধান চাষ হয়।

প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ধৃতি দিয়ে, মন্ত্রী শ্রী নাথ বলেন, 'বর্তমান দিনে, শুধুমাত্র উন্নয়নের উপর লক্ষ্য করা হয় না কারণ "টেকসই উন্নয়ন" শব্দটি ১০০ বছর ধরে একই প্লট ব্যবহার করার এবং উতাদনশীলতা বাড়ানোর দিকে নজর রেখে কার্যকর হয়েছে।' "কৃষকরা জাতির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাত মাসের শিশুর দেহে টিউমারের সফল অস্ত্রোপচার টিএমসিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। সাত মাসের শিশুর পেটের টিউমারের জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিলেন ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু শল্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনিরুদ্ধ বসাক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, উদয়পুর রাজারবাগ এলাকার বাসিন্দা অনুপ ভৌমিকের স্ত্রী ত্রিনা দেব গত ১৫ এপ্রিল পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু ৫ ডিসেম্বর থেকে ক্রমশ ফুলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পেট শক্ত হয়ে যাচ্ছিল। সন্তানের এমন অবস্থা দেখে চিন্তায় দিন কাটছিল দম্পতির। ছোট্ট ছেলেটার পেটটাও ক্রমশ ফুলে উঠছিল। এমতাবস্থায় গত ৯ ডিসেম্বরে বিকল ৫টা সময় আইজিএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। তারপর শিশুর অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু শিশুটির পেট ক্রমশ পেট ফুলতে থাকায় এবং শারিরিক অবনতি হওয়ায় গত ৮ ডিসেম্বর ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু শল্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনুরুদ্ধ বসাকের কাছে স্থানান্তর করা হয়।

সেখানে চিকিৎসক পরীক্ষা করে ওই শিশুকে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন। সেখানেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রথম দেখা যায়, তার পেটে বড় আকারের টিউমার রয়েছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানা যায় শিশুর পেটের ডান দিকের কিডনি বিকল হয়ে যাচ্ছে। এমতাঅবস্থায় ডাঃ বসাক শিশুটির শারিরিক অবনতি দেখে ইমারজেন্সি অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন। গত ১৩ ডিসেম্বর প্রায় দুই ঘণ্টার অস্ত্রোপচারের চলে এবং টিমারটিকে শরীর থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে বাচ্চাটি সুস্থ আছে এবং দুদিন পর তাকে ছুটি দেওয়া হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষক পিন্টু পেলেন মিলোনিয়াম ফারমার্স অব ইন্ডিয়া পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৮ ডিসেম্বর।। নিজের কৃষিজমিগুলিতে চাষবাস করে আজ সফল কৃষক হিসাবে পরিচিত লাভ করে পিন্টু শর্মা। চলতি বছর পর পর দুটি কৃষিতে 'মিলেনিয়ার ফারমার্স অব ইন্ডিয়া পুরস্কার' পান কমলপুরের সফল কৃষক পিন্টু শর্মা।

কৃষক পিন্টু শর্মার চার ভাই। ভাইদের মধ্যে বড় ভাই আলাদা সংসার নিয়ে আছেন। পিন্টু শর্মা তিন ভাইকে নিয়ে আট কানি জমিতে নানা মরশুমে নানান ফসল করেন। মরশুমে ফুল কপি, বাধা কপি, টমেটো, উচতে, লাউ, মিষ্টি কুমড়, পালং শাক, মরিচ,সিম, বিভিন্ন প্রজাতির আলু চাষ করেন। বাড়ির পাশে চারটি বড় পুকুর রয়েছে। ওই পুকুর গুলিতে নানা রকম মাছ চাষ করেন পিন্টু শর্মা। একটা সময়ে খুব কষ্টে সংসার চলতো। গত কুড়ি বছর ধরে কৃষি কাজ করে আজ প্রকৃত স্বাবলম্বী।

কৃষি কাজ করে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে অনেক পুরস্কার এনেছেন কৃষক পিন্টু বাবু।

কৃষিতে চলতি বছরে পর পর দুটি অর্থাৎ প্রথমটি ২০২৪ ইং ৭ জানুয়ারী, দ্বিতীয়টি ২০২৪ ইং ১লা ডিসেম্বর 'মিলেনিয়ার ফারমার্স অব ইন্ডিয়া' পুরস্কার পান কমলপুরের সফল কৃষক পিন্টু শর্মা। যা ত্রিপুরার নজির। তাছাড়া রাজ্যের বহু পুরস্কার পান পিন্টু শর্মা। এবিষয়ে পুরস্কার পেয়ে সফল কৃষক পিন্টু শর্মা জানান, আমি দীর্ঘদিন ধরে কৃষি কাজে যুক্ত। মূলত বাবার হাত ধরে কৃষি কাজে আসা। পড়াশোনা শেষ করে কৃষি কাজে যুক্ত হয়ে আজকের দিনে দুই দুইবার মিলেনিয়ার ফারমার্স অব ইন্ডিয়ার পুরস্কার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনু রেল স্টেশনে টিটিই-কে মারধোর, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। মনু রেলওয়ে স্টেশনে টিটিই-কে মারপিটের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করলো জিআরপি থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন পূর্বে মনু রেলওয়ে স্টেশনে কলা ব্যবসায়ীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন রেলের টিটি অতুল কৌশিক। তাঁকে মারপিটের ঘটনায় অভিযুক্ত তিন আসামিকে আজ গ্রেফতার করেছে মনু জি আর পি থানার পুলিশ।

মনু জিআরপি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত তিনজনই মহিলা, তাদের নাম রুবিনা চাকমা(২১), রজনামুখী চাকমা(৩০), বিনা চাকমা(৩৫)।

অভিযুক্তরা সংবাদ প্রতিনিধিদের জানিয়েছে, ওই দিন ব্যবসার মালপত্র দেখে টিটিই তাদের কাছে ৩০০০ টাকা চেয়েছিলেন। তাঁরা দিতে অস্বীকার করায় ওই টিটি তাদের মালপত্র ট্রেনের বাইরে বের করে দেয়। তাঁরা আরো বলেন, ওই ঘটনায় তারা টিটিইকে মারধর করেন নি। বরং উপস্থিত জনগণ তাঁকে ধোলাই দিয়েছেন।

লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ইট ভাট্টাতে যাওয়ার পথে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। আজ সকালে লরি ও বাইকের সংঘর্ষে বিলোনীয়া থানাধীন চিত্তামারা এলাকায় ঘটনাস্থলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বাইক চালক। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য

আগুনে পুড়লো বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার রাতে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন রঞ্জিত নগর এলাকায় একটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ এর ঘটনা ঘটে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বসতঘর ভস্মীভূত হয়ে গেছে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাতে বাড়ির বসতঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। আগুন লাগার সাথে সাথেই পরিবারের লোকজনরা দমকলবাহিনীকে খবর দেন। খবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বচ্ছ নিয়োগনীতির মাধ্যমে চাকুরী প্রদান করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মাধ্যমে চাকুরি প্রদান করছে রাজ্য সরকার। আজ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে এখন পর্যন্ত ১৩ হাজারের অধিক সরকারি চাকরি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের পরামর্শদাতা বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। চলচ্চিত্র শিল্পে রাজ্যের কৃতী সন্তান বিপ্লব গোস্বামী ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। আজই তিনি নজরুল কলাক্ষেত্রে ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের কার্যালয়ে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজে যোগদান করেছেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভারতীয় চলচ্চিত্র "লা পাতা লেডিজ" অস্কারের জন্য মনোনীত হয়। তার স্ক্রিপ্ট লিখেছেন বিপ্লব গোস্বামী।

২০২২ সালের নভেম্বর মাসে ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু হয়। কলকাতার চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন শিল্পের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় আগরতলায় ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু হয়। এই প্রতিষ্ঠানে অভিনয়, স্ক্রিপ্ট রাইটিং, অ্যানকারিং সহ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন শিল্পের ইনস্টিটিউটের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্প কোর্সের প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর,২০২৪ ইং
৩ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ভারত-চিন সম্পর্কের বরফ গলিতেছে

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের যখন ক্রমাবনতি ঘটিতে শুরু করিয়াছে ঠিক সেই সময়ে চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ততটাই বন্ধুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতে শুরু করিয়াছে। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। দীর্ঘদিন ধরিয়ায় ভারত এবং চীন বৈরীতার সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতে ছিল। কিন্তু সেই সম্পর্ক আবার সুসম্পর্কের পরিণত হইয়াছে। এর ফলে দু''দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সহ সার্বিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটিতে শুরু করিয়াছে। ইতিমধ্যেই ইহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হইতে শুরু করিয়াছে। প্রায় চার বছর পর ফের স্বাভাবিকভাবে শুরু হইবে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা। আশার আলো দেখা দিয়াছে ভারত-চিন বৈঠকের পর। বুধবার চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইর সঙ্গে বৈঠক করিলেনন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। দুজনের বৈঠকের পরেই সীমান্তে জট কাটিতে শুরু করিয়াছে। তাহার ফলেই ফের স্বাভাবিক হইতে পারে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা।প্রত্যেক বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারত থেকে তিব্বতের মানস সরোবরে যাত্রা করিয়া থাকেন ভারতীয় পুণ্যার্থীরা। প্রায় প্রতিবছরই শ'য়ে শ'য়ে পুণ্যার্থী যান কৈলাসে। বিদেশমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে হইয়া থাকে এই পূণ্যযাত্রা। মূলত নাথু লা ও লিপুলেখ পাসের মাধ্যমে ভারত থেকে তিব্বতে প্রবেশ করেন পূণ্যার্থীরা। তাহার পর কড়া নিরাপত্তা বলয়ে তাঁহাদের কৈলাস পর্যন্ত নিয়া যায় চিনা প্রশাসন। মূলত নেপালের বিভিন্ন ট্র্যাভেল এজেন্সি পর্যটকদের কৈলাস নিয়া যায়।

কিন্তু ২০২০ সালে কোভিড অতিমারীর কারণে এই যাত্রা বন্ধ হইয়া যায়। তারপর গালওয়ান সংঘাতের জেরে ব্যাপক অবনতি ঘটে ভারত-চিন সম্পর্কে। দুই কারণেই ২০২৩ সাল পর্যন্ত বন্ধ থাকে কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা। তবে গত বছর প্রচুর কড়াকড়ি চাপিয়ে চিনের তরফে এই যাত্রা শুরুর প্রস্তাব দেওয়া হয়। ফলে প্রায় দ্বিগুণ হইয়া যায় যাত্রার খরচ। এত খরচের ধাক্কা সামলে ভারতীয় পুণ্যার্থীদের পক্ষে যাত্রা করা কার্যত অসম্ভব হইয়া পড়ে।তবে এবার সেই জটিলতা কাটবে বলিয়াই ধরিয়া নিয়াছে ওয়াকিবহাল মহল। কারণ ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বরফ অনেকখানি গলিয়াছে। সীমান্তে সেনা সক্রিয়তা কমিয়ে টহলদারিতে রাজি হইয়াছে দুই পক্ষ। বুধবার ওয়াং-ডোভালের বৈঠকের পরে মোট ৬টি বিষয়ে একমত হইয়াছে দুই পক্ষ। তাহার পরেই বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা আগের মতো করিয়া চালু করিতে ইতিবাচক অবস্থান নিয়াছে ভারত-চিন। এছাড়াও দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কও ফের ভালোভাবে গড়িয়া তোলা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন ওয়াং-ডোভাল।

জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় বাড়িতে আগুন লেগে মৃত ৬, জখম ৪ জন

কাঠুয়া, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় একটি বাড়িতে আগুন লেগে প্রাণ হারালেন ৬ জন। এই অগ্নিকাণ্ডে জখম হয়েছেন ৪ জন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কাঠুয়ার শিবা নগরের একটি বাড়িতে আগুন লাগে। বাড়িটি একজন অবসরপ্রাপ্ত ডিএসপি-র। উদ্ধারকাজের সময় একজ প্রতিবেশীও হয়েছেন। প্রাথমিক মনে করা হচ্ছে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার কাঠুয়া জিএমসি-র অধ্যক্ষ এস কে অত্রি বলেছেন, 'একজন অবসরপ্রাপ্ত সহকারী ম্যাট্রনের ভাড়া বাড়িতে আগুন লেগেছে। ১০ জনের মধ্যে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৪ জন আহত হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, শ্বাসরোধে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।

সিবিআই-এর জালে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র, নিজাম প্যালেসে কালীঘাটের কাকু

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ইডি-র মামলায় জামিন পেলেও, এবার সিবিআই-এর জালে 'কালীঘাটের কাকু' ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। মঙ্গলবার রাতেই হেফাজতে নিতে প্রেসিডেন্সি জেলে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। জোকা ইএসআই-তে স্বাস্থ পরীক্ষার পর নিয়ে যাওয়া হয় নিজাম প্যালেসে। সুজয়কে নিজেদের হেফাজতে নিতে মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে পৌঁছয় সিবিআই।

তার প্রায় ২ ঘণ্টা পরে আনা হয়েছিল অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্স। এর পরে রাত ১২.২৫ মিনিট নাগাদ তাঁকে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য বার করা হয় জেল থেকে। জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। এর পর বুধবার ভোররাতে ২.৩০ মিনিট নাগাদ তাঁকে নিয়ে আসা হয় নিজাম প্যালেসে।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি-র মামলা থেকে আগেই মুক্তি পেয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তবে প্রেসিডেন্সি জেল হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। সোম ও মঙ্গলবার শুনানির জন্য তাঁকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত করানো হয়েছিল। আর এবার সিবিআই-এর হেফাজতে তিনি।

ফের দূষণের কবলে রাজধানী দিল্লি, একিউআই পৌঁছল ৪৪২-এ

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই, ফের বায়ুদূষণের কবলে রাজধানী দিল্লি। নতুন করে দূষণ বাড়তে থাকায় চিন্তা শুরু হয়েছে দিল্লিবাসীর। বুধবার সকালে দিল্লিতে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) বেড়ে ৪৪২-এ পৌঁছেছে, যা খুবই অস্বস্তিদায়ক। বুধবার সালে কনকনে ঠান্ডায় অনুভূত হয়েছে রাজধানী দিল্লিতে, তাপমাত্রার পারদ নেমে যায় ৫ ডিগ্রিতে।

এছাড়াও সকালের দিকে হালকা কুয়াশার আস্তরণে আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির বিভিন্ন এলাকা। ফলে দৃশ্যমানতাও কমে যায়। দূষণ বাড়তে থাকায় আবারও শ্বাসকষ্টের সমস্যার কথা জানিয়েছেন অনেকেই। ঠান্ডা ও কুয়াশার মধ্যেই এদিন ভোরে আবার দিল্লির কর্তব্যপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি নেন বায়ুসেনা জওয়ানরা।

অটো চালকদের জন্য সুবিচারের চেয়ে রাস্তায় বিআরএস, তোপ রেভন্থ সরকারকে

হায়দরাবাদ, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): অটো চালকদের জন্য সুবিচার চেয়ে এবার রাস্তায় নামল ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)। অটো চালকদের সুবিচারের দাবিতে, অটো চালকদের পোশাক পরেই বিআরএস-এর কার্যকরী সভাপতি কে টি রামা রাও-এর নেতৃত্বে বিআরএস বিধায়করা বুধবার সকালে হায়দরাবাদের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তেলেঙ্গানার রেভন্থ রেড্ডি সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন তাঁরা।

কে টি রামা রাও অটোও চালান। তিনি বলেন, 'আমাদের দাবি হল, সরকার যেন নিজস্ব কথা রাখে, অটোরিক্সা চালকদের জন্য যেন একটি কল্যাণ বোর্ড গঠন করে, প্রতি মাসে ১২ হাজার টাকা এবং বীমা প্রদান করে।

লালন দর্শনের সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা

অমিতাভ বসু

লোকসংস্কৃতির মধ্যে সন্ধান মেলে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ছন্দ। সাংস্কৃতিক ধর্মীয় এবং দার্শনিক ঐতিহ্যের অনেক দিক রয়েছে, যা লোক সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত। বাংলার তেমন একটি লোক সংস্কৃতির ঘরানা হল বাউল। এমন কোনো একক ধর্মীয় সম্প্রদায় নেই যারা বাউল সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাকে নিজেদের বলে দাবি করতে পারে। বাউল গান মানবতাবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং লিঙ্গ সমতার বাণী বহন করে। এই গানগুলি মানব জাতির মধ্যে এক গভীর এবং সমৃদ্ধশালী ঐক্যের মুক্ত বাতাবরণ তৈরি করার সহজ উপাদান। বাউল গানের অন্তর্নিহিত ভাবধারা হিন্দু, বৈষ্ণব, ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্ম, এবং সুফিবাদের পবিত্র মিলন ফুটিয়ে তোলে। বাউল সংস্কৃতিতে কোন সামাজিক ও ধর্মীয় জাতিশ্রেণী ভাগ নেই। বাউল সম্প্রদায় তাঁদের গানের মাধ্যমে, যা পূজার স্তোত্র, মনের ভিতরের মানুষের অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন। বাউলরা বিশ্বাস করেন অনুশীলন এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজেদের সাথে প্রকৃতির সংযোগ অনুধাবন করা যায়। তাই বাউল দর্শন, সংস্কৃতি এবং গানে সত্যের অনুসন্ধান ও অনুশীলনের উপর অপরিসীম গুরুত্ব দেয়। লালন ফকিরকে বাংলার বাউল সংস্কৃতির অগ্রদূত ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। লালনের জন্ম ইতিহাস অনেকখানি অস্পষ্ট। সম্ভবত ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে, অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়াতে লালন জন্মগ্রহণ করেন। জনশ্রুতি অনুসারে, তিনি এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লালন যখন তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন, তখন তিনি গুটি বসন্তে আক্রান্ত হন। তাঁর সহযাত্রীরা বসন্ত রোগের সংক্রমণের ভয়ে তাঁকে ফেলে চলে যায়। সেই সময় সুফি সন্ত, মলম শাহ, তাঁর সেবা শুশ্রূষা করে জীবন রক্ষা করেন। পরবর্তী কালে লালন আর এক সুফি সন্ত সিরাজ সাঁইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

লালন জন্মেছিলেন কুসংস্কারেঘেরা নিরক্ষর গ্রামীণ সমাজে। কিন্তু তিনি ধর্মীয় রক্ষণশীলতা বা ধর্মান্ধতায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি মানবতার নিষ্ঠাবান পূজারী ছিলেন। কুসংস্কারদুষ্ট সমাজ ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী স্বভাব তাঁর নানা গানে ফুটে উঠেছে। নিরক্ষর হয়েও তিনি ছিলেন এক আলোকবর্তী মানুষ। তিনি সকল মানুষের ঐক্য ও অখণ্ডতায় বিশ্বাস করতেন। তাই লালন গান - যে যা ভাবে সেই রূপে হয় রাম রহিম করিম কালা এক আত্মা জগৎময়। ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে আমাদের এখানে-সেখানে তাঁকে অনুসন্ধান করার দরকার নেই। পরমাত্মা সব মানুষের মধ্যে বিরাজমান। তাই লালন বলেন - ডুবে দেখ মন কি রূপ লীলাময়, আকাশ পাতাল খুঁজিস যারে এই দেহে সে রয়। লালন ধর্মের প্রথাগত রীতিনীতি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে মানবতাই মানুষের একমাত্র ধর্ম। লালন বলেন যারা মানুষ ও মানবতায় বিশ্বাসী, তাদের কাছে মানুষ হল ঈশ্বর এবং মানবতা হল ঈশ্বর বা পরমাত্মার কাছে পৌঁছানোর পথ। লালন বলেন- আপন ঘরের খবর নেনা, অনা'সে দেখতে পাবি কোনানে সাঁইর ব্যারামখানা। এই ধরনের উপলব্ধি সমস্ত সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ, জাতি জুড়ে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। লালনের গান হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অবস্থানরত ঈশ্বরের প্রতি তীব্র ভালবাসার প্রকাশ। এই প্রেমের মাধ্যমে লালন ঈশ্বরের সাথে মিলনের পথ খোঁজেন। তাই লালন তাঁর নিজের গানের মাধ্যমে জাত-শ্রেণী-ধর্ম বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। জাতপাত, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে দাঙ্গা, শ্রেণী নিপীড়ন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেন; এবং তাঁর গানের মাধ্যমে, তাঁর দার্শনিক ধারণার প্রকৃত তাৎপর্য এবং সমাজে মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করেন যা বর্তমানেও সমান প্রাসঙ্গিক। লালন বলেন - সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে, লালন কয় জেতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে। কেউ মালা কেউ তসবি গলে, তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে। লালন ফকিরের মূল বাণী হিন্দু বা মুসলমান, খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ, আস্তিক বা নাস্তিক সব গুরুত্বহীন। লালন মানবতা ও মানবতাবোধের উপর জোর দিয়েছেন। লালনগীতি মানুষের অসীম ক্ষমতার ও তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের বার্তা বহন করে; আর বলে তবেই মানব জন্মের সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্জন সম্ভব। লালনের গানে তাঁর বিশ্বাস ও দর্শন নিহিত রয়েছে: "সর্ব ধর্ম সমন্বয় এবং সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সার্বজনীন ভগিনীত্ব"। তাঁর গান শান্তি, ঐক্য এবং চিরন্তন আনন্দ লাভের পথ প্রদর্শক।

তিনি সমাজে সম্প্রীতির দর্শন প্রচার করেন। শুধু দার্শনিক নয়, তিনি একজন সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। সমাজের জন্য কাজ করা ছিল তার এক অন্যতম লক্ষ্যজ্জ তদানীন্তন সামাজিক সমস্যা, যা দুর্ভাগ্যবশত আজও বিদ্যমান, তাঁকে গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। যে সমাজ বঞ্চনা, অত্যাচার আর অবিচারে ভরপুর, সেই সমাজকে জাতপাত এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে তিনি শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলেন। শ্রেণীহীন সমাজের লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাউল ঐতিহ্যের প্রাণপুরুষ লালন ফকির হিংসা ও সংঘর্ষের উপায় সমর্থন করেননা। তিনি মানবতার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার কথা বলেন। লালনগীতির মূল বিষয়বস্তু হল ধর্ম ও সমাজের দ্বন্দ্ব এবং বর্ণবাদী ও বর্ণবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে। পুরুষতান্ত্রিক উনিশ শতকের প্রচন্ড রক্ষণশীল এবং কুসংস্কারপূর্ণ যুগে লালন নারী-পুরুষের সাম্যতার কথা বলেছেন। তিনি নারীর সমান অধিকার ও নারী মুক্তির প্রবক্তা ছিলেন। একটি গানে তিনি বলেন- নিলে ফাতেমার স্মরণ ফতে হয় কারণ লিখেছে ফরমান সাঁইএর জবানে। তদানীন্তন সমাজব্যবস্থায় নারীদের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী জীবন, আর কেবল জীবনের শেষ প্রান্তে শ্মশানে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ; এবং তাদের ইচ্ছা মত কিছু না করতে পারার অনুতাপ, লালন কে প্রচন্ড ব্যথা দেয়। তিনি সমাজের সব বিধিনিষেধ তুচ্ছ করে নারী মুক্তির আহ্বান জানান। লালন নারী নির্যাতন ও "নারীর পণ্যায়নের" বিরুদ্ধে বিপ্লবী আওয়াজ তোলেন। লালন তাঁর গানের মাধ্যমে যে বার্তা ছড়িয়েছিলেন তা তাঁর গ্রামের সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল জ্জ পাশাপাশি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো প্রগতিশীল চিন্তাধারার লোক যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদেরও প্রভাবিত করে। ১৭ই অক্টোবর ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে লালন ফকিরের মহাপ্রয়াণ হয়। ধর্ম ও বর্ণের নামে বিভক্ত সমসাময়িক কলহ-পীড়িত সমাজে ও নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্যতা স্থাপনে লালনের গান আজও, তাঁর দেহাবসানের ১৩৪ বছর পর, সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

হিন্দু-বিদ্বেষের দেশ-বাংলাদেশ

শ্রীকুমার দত্ত

প্রতিবেশী বাংলাদেশ জ্বলছে উগ্র হিন্দুবিদ্বেষের আগুনে। সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজ নির্মমভাবে উৎপীড়িত, নিরাপত্তাহীন। এমন কি কিছু উগ্রবাদী উন্মাদ জনসমক্ষে হাস্যকর হুঙ্কার দিচ্ছে কলকাতা, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারত দখল করার। এদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে নির্বিচারে নারী-ধর্ষণ করেছিল এরা তারই ফসল। বাংলাদেশের ধর্মনিরেপেক্ষতার মুখোশ খুলে বেরিয়ে পড়েছে কদর্য, হিংস্র, উগ্র মুসলিম মৌলবাদ। ওদের কাছে হিন্দু মানে ভারতের দালাল আর সেই দালালদের লাথি মেরে বাংলাদেশ থেকে বের করে দিতে হবে। আর যদি সেখানে থাকতে হয় তবে ওকালতনামা জমা দিয়ে ধর্মান্তরণ করতে হবে। ফলস্বরূপ ভারতের সীমান্তে মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে অসহায় হিন্দুদের ভীড় লেগেছে। আজকের এই অবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল গত অগাস্ট মাসে সংরক্ষণ বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দিয়ে। যার ফলে দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু তার পিছনে ছিল মৌলবাদীদের এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। স্বাভাবিকভাবে সমাজ সংস্কারের দোহাই দিয়ে ছাত্রদের, কর্মহীন যুবকদের বোড়ে বানিয়ে এই দাবার ছক সাজানো হয়েছিল। মৌলবাদীদের হাতে হাত মিলিয়েছে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতারা। আর এই সুযোগটারই অপেক্ষায় ছিল জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো। যথারীতি অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক এবং সামরিক ফায়দা উঠানোর জন্য ভারত বিরোধী দেশগুলিও এই ধ্বংসযজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে।

কিন্তু আজকের এই হিন্দু বিরোধী বিষবৃক্ষের বীজ বপন হয়েছিল ব্রিটিশদের দ্বারা। ব্রিটিশপূর্ব ভারতে হিন্দু আর ভারতীয় মুসলমানরা নিজ নিজ ধর্মালম্বন করে সৌহার্দ্যের জীবনযাপন করছিলো। কিন্তু ব্রিটিশরা কৌশলে নিজেদের মসনদ টিঁকিয়ে রাখতে চালায় 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতি। সুষ্ঠ প্রশাসনের নামে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন নিয়ে এলেন বঙ্গভঙ্গ। যদিও যারা ধর্মকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপক্ষে ছিলেন তারা কেউই বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানাননি। বঙ্গভঙ্গের মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান (৭১ শতাংশ)আর পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের (৭০ শতাংশ) মধ্যে বিভাজন। আরেক ধাপ এগিয়ে ১৯০৯ সালে হিন্দু এবং মুসলমানদের জন্য আলাদা আলাদা নির্বাচন করা হলো। এবার প্রায় ২-২.৫ কোটি ভোটদাতার ভরসায় মুসলমানরা আলাদা মুসলিম রাজ্যের দাবি রাখলেন। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদহলেও জোড়া না লাগা ভাঙা কাঁচের মতোই রয়ে গেলো দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক। বিভাজনের চরম লাইনটি টানলেন ১৯৪৭ সালে রেডক্লিফ সাহেব আর পুরোপুরি মুসলিম দেশ হিসেবে জন্ম নিলো পূর্ব পাকিস্তান। সেই বিভাজনের খেসারত আজও দিয়ে চলেছে হিন্দু , মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই। অবিশ্বাসের সেই আগুন আর নিভলো না। দেশ বিভাগের সময় প্রাণ গেলো লক্ষ লক্ষ মানুষের, ভিটে-মাটি ছাড়া হয়ে উদ্বাস্তু হয়ে এপারে চলে এলেন অগুনতি অসহায় মানুষ। কিন্তু কিছু হিন্দু (২২ শতাংশ) তখনও রয়ে গেলেন নিজভূমের মায়ায় এবং অবশ্যই প্রতিবেশী সহৃদয় মুসলমানদের ভরসায়। এরপর এলো ১৯৭১, পশ্চিম পাকিস্তানের অমানবিক শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলো ওপার বাংলা। বাঙালী হিন্দু, মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তি- যুদ্ধ লড়ে গড়লেন স্বাধীন বাংলাদেশ। তখন কিন্তু সারা বিশ্বের তোয়াক্কা না করে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লৌহ-মানবী ইন্দিরা গান্ধী দু''হাত উজাড় করে সাহায্য করেছিলেন ওপার বাংলাকে। এবারও লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর ভার নিতে হয়েছিল ভারতকেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সময়ও কিছু কট্টরপন্থী, মৌলবাদী মুসলমান পাকিস্তানী সেনাদের হাতে হাত মিলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হিন্দুদের উপর। কেড়ে নিয়েছিল হিন্দু মেয়েদের ইজ্জত, হিন্দুদের ঘর-বাড়ি, মায় প্রাণও।

কিন্তু কেন এই হিন্দু বিদ্বেষ ? কেনই বা এই ভারত বিদ্বেষ ? আসলে ব্রিটিশরা দেশটাকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে গিয়েছিলো এই মতলবে যে এরা নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষের আগুনে পুড়ে মরতে থাকবে আর কখনোই শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠতে পারবে না। যদিও ভারতের ক্ষেত্রে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হলো না। আর এটাই হলো ভারত থেকেই জন্ম নেয়া আমাদের দুই প্রতিবেশী দেশের হিংসার কারণ। ওই দু'দেশের শাসকরা দেশ শাসনে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে শরণাপন্ন হয়েছে মৌলবাদীদের। মুসলিম মৌলবাদীরা সন্তর্পনে পবিত্র কোরানের ভুল অর্থ শেখাচ্ছে সাধারণ মানুষদের। ওদের মতে হিন্দুরা কাফের। কিন্তু কোরান মতে যারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, তারাই কাফের। হিন্দুরা তো ভগবান বিশ্বাস করে , তবে কাফের হলো কি করে ? আসলে সবটাই ক্ষমতা দখলের লড়াই। সমগ্র বিশ্বে মুসলমান আধিপত্য স্থাপনের এক ধংসাত্মক লড়াই। ধর্মান্তর,অনুপ্রবেশ আর জন্মহার বৃদ্ধি করে এই শতাব্দীর মধ্যেই ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। এই লড়াইয়ে সক্রিয় হয়েছে বিভিন্ন উগ্রপন্থী গোষ্ঠী। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পিছনে মূল উদ্দেশ্য সেখানে মৌলবাদীদের ঘাঁটি শক্ত করা , হিন্দুদের বিনাশ, ভারতের আর্থ- সামাজিক ব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খল করা এবং সবচেয়ে সাংঘাতিক যেটি, তা হচ্ছে ভারতে জঙ্গি অনুপ্রবেশ করিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটানো। আজকের এই সংকটময় সময়ে জাতি- ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি ভারতবাসীর সতর্ক থাকা খুব দরকার। কোনো অশুভ শক্তির প্ররোচনার ফাঁদে পা দেওয়া মূর্খামি হবে। শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারীর পার্থক্য বুঝতে হবে। বলা বাহুল্য ,সীমান্তে কড়া অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ নিয়ে কোনো আপোষ বিশাল বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। বাংলাদেশ কখনোই ভারতের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধঘোষণার মতো মূর্খামি করবে না। কারণ সেখানে যে সব নেতারা উচ্চিংড়ের মতো লাফাচ্ছে তাদের অনেকেই ১৯৭১ এ ভারতীয় সেনার পরাক্রম চাক্ষুষ করেছে। তাই এখন ওরা বিভিন্ন উস্কানিমূলক বিবৃতি দিচ্ছে আর তলে তলে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে আমাদের বিব্রত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। কম পয়সায় ভিনদেশী মজদুর পেলে তাদের কাজে না লাগিয়ে প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে হবে। নেহাৎ গদির লোভে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের ভারতীয় নাগরিক বানানোর সব অপপ্রচেষ্টাকে সর্বস্তরে প্রতিহত করতে হবে। ফাঁকা হিন্দুত্বের জিগির শুধু তুললে হবে না বরং সঠিক অর্থে হিন্দু ধর্ম পালন করতে হবে - ভাতৃত্বের ধর্ম। বাংলাদেশকে নিয়ে ভারত সরকার যেমন সহনশীলতার পরিচয় দিচ্ছে আমাদেরও তার প্রতি সম্মান রেখে তুচ্ছ রাজনৈতিক তরজা বন্ধ রাখতে হবে। জনগণ সচেতন হলেই নেতারাও ঠিক পথে আসবে। এই দেশটা আমাদের, দেশটা রক্ষা করার দায়িত্বও আমাদের সবার। পুরোটা সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়ে কোনো সুনাগরিক থাকতে পারে না। সবশেষে একটা কথা বলতেই হয় বাংলার সিংহ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর কথা "হিন্দু মুসলমানের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছে , লোক বিনিময় করে হিন্দু- মুসলমান সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান করে নাও" তখন গুরুত্ব দেওয়া হলে বোধ হয় আজকের দিনটা আমাদের দেখতে হতো না।

জ্বলন্ত নগরী, নির্বাক মানবিকতা

অজয় দাশগুপ্ত

কত লোকের প্রাণ গেছে বা কত লোক প্রাণ হারাবে তার কোনো হিসেব নেই। এই কি নাগরিক জীবন? আজ সিদ্দিক বাজার কাল হয়তো আর কোথাও।

মৃত্যুপুরি ঢাকা নগরী। বিডিনিউজে টোয়েন্টিফোর ডটকম-এর একটি সংবাদের অংশবিশেষ এমন: "সময় তখন আনুমানিক পৌনে পাঁচটা। অন্য সময়ের মতই যানজটে ঠাসা গুলিস্তানের সড়ক। বাস-রিকশার পাশাপাশি প্রাইভেটকার ও ঠেলাগাড়ি গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এসময় হঠাৎ বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে সবকিছু, ধোঁয়ায় কয়েক হাত দূরেও জিনিসও দৃষ্টিসামীর বাইরে চলে যায়।

মঙ্গলবার বিকালে বিকট সেই শব্দের ঘোর কাটতে না কাটতেই উবারের গাড়ি চালক আনোয়ার হোসেন দেখলেন, তার গাড়ির উপর উড়ে এসে পড়েছেন পায়জামা পাঞ্জাবি পরা এক লোক; ভেতর থেকে দেখলেন লোকটার মাথা দিয়ে রক্ত ঝড়ছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় আনোয়ারের ভাবনায় খেলে গেল মাথার উপর কোনো ভবন বুঝি ধসে পড়েছে। এ আতঙ্কে ওই অবস্থায় কিছুদূর চালিয়ে এসে সড়কের একপাশে থামালেন গাড়ি। পুরান ঢাকার সিদ্দিক বাজারের নর্থ সাউথ রোডে মঙ্গলবার বিকালে সাত তলা ভবনে বিকট বিস্ফোরণের পর কিছু অংশ ধসে পড়ার সময় আশেপাশে উপস্থিত আনোয়ারের মত অনেকই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন; চারিদিক ধুলোয় ঢেকে যাওয়ায় অজানা আতঙ্ক পেয়ে বসেছিল তাদের মধ্যে।"

এখন পর্যন্ত সত্যিকারের হতাহত মানুষের সংখ্যা পাওয়া যায়নি। কিন্তু বিভীষিকা চলছে। প্রায় চার ঘণ্টা সেখানে উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে রাত নয়টার দিকে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক মো. মাইন উদ্দিন। তিনি বলেন, ভবনের বেসমেন্ট ও নিচতলার অনেকটাই ধসে গেছে। ভবনের কলামগুলোও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত। যার জন্য তারা ঢুকতে পারছেন না। তারা রাজউক ও সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ মত নিয়েছেন। ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ। তাই সেনাবাহিনীর সহায়তা নিয়ে একটু 'স্টাবল করে' বাকি উদ্ধার অভিযান করা হবে। এই বিভীষিকাময় দৃশ্যপটের কোনো কারণ এখনো চূড়ান্ত বলে জানা যায়নি। এর জবাব দেবে কে? প্রথমেই বলে রাখি কারও দ্বারাই সমস্যার সমাধান হতো না। বা মৃত মানুষেরা জেগে উঠতেন না। আহতরা ভালো হয়ে যেতেন না। কিন্তু দায়-দায়িত্ব বলে তো একটা কথা আছে। পবিত্র রজনীর পবিত্রতার আলো নিভিয়ে এমন নির্মম মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? কারা নেবে এর দায়? যখনই কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তখন শুরু হয় পারস্পরিক দোষারোপের পালা। জনগণ দায়ী করে প্রশাসনকে আর প্রশাসন দোষ দেয় জনগণের। এবারও তার ব্যতিক্রম দেখছি না। জনবহুল ঢাকা যে অনেক আগেই বাসযোগ্যতা হারিয়েছে এটা যারা বলেন তারা নাকি সরকারের দুশমন। যারা মনে করেন জনচাপে ঢাকা ভেঙ্গে পড়বে তারাও শত্রু। বন্ধুরা এখন কোথায়? যারা ঢাকাকে সিঙ্গাপুর মনে করেন, ঘোষণা দেন আমরা সিঙ্গাপুরকে ছাড়িয়ে আগে বাড়ছি তাদের কেউ এসব এলাকায় বসবাস করেন না। তাদের বসবাস পশ এলাকায়। তারা সুবিধাভোগী। আর বেশিরভাগ কর্তাদের আরেক নিবাস দেশের বাইরে। ফলে তারা দুশ্চিন্তাহীন। আমাদের মতো আমজনতা দেশের বাইরে থাকলে কত প্রশ্ন তাদের বেলায় লা জবাব। ওই সব কথা থাক। কথা হচ্ছে এভাবে দায় এড়িয়ে মানুষের জীবননাশ হতে দেয়া কি উন্নয়ন? না সফলতা?

ঢাকার জন্য কোনো পরিকল্পনা আছে কি না সেটারও কোনো সদুত্তর মেলে না। যে যেখানে যেভাবে পারছে লুটপাটে ব্যস্ত। আর এই ব্যস্ততার ফাঁকেই গড়ে উঠেছে অপরিকল্পিত এক বিশাল নগরী। এখন মাঝে মাঝে এসব ঘটনা ঘটবে, হয়তো একদিন অনেক বড় আকারেরও ঘটবে। কিন্তু টনক নড়বে না। প্রতিবাদ করার মতো একটি শক্তিও এখন আর সক্রিয় নেই। পশ্চিমা দেশে উন্নয়ন আর সমঅধিকার নিশ্চিত হবার পর তারা রাজনীতি বিমুখ হয়েছে। আমাদের বেলায় কি তাই? আমাদের দেশে দীর্ঘ দিন ধরে বাদ-প্রতিবাদ বন্ধ। ওই দায় তুলে দেয়া হয়েছে পোষ্য কিছু মিডিয়ার ঘাড়ে। যারা মিনমিনে গলায় দশটা প্রশংসার পর একটা সত্য বলে হয়তোবা। তাও খুব কায়দা করে। এখন আসলেই কারো কোনো জবাবদিহিতা নাই। পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ তা টিভি দেখলেই বোঝা সম্ভব। ফায়ার সার্ভিস সূত্র বলছে, সাত তলা ভবনের বেসমেন্টে মূল বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে তাদের ধারণা। সেখান আজ পানি জমে গেছে বলে জানান ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা জোনের উপপরিচালক দিনমনি শর্মা। তিনি বলেন, "বেসমেন্টে সম্ভবত পানি ধরে রাখার জায়গা ছিল। সেটা নষ্ট হয়ে পানি ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা এখন পরিস্কার করার কাজ শুরু হয়েছে।" কত লোকের প্রাণ গেছে বা কত লোক প্রাণ হারাবে তার কোনো হিসেব নেই। এই কি নাগরিক জীবন? আজ সিদ্দিক বাজার কাল হয়তো আর কোথাও। এ যেন রোজকার এক ঘটনা! আমরা দেশের বাইরে থেকে যে আঁচ আর উত্তাপ পাই দেশের মানুষ হয়তো তা অনুভব করে না। যাদের জীবন নিয়ত এমন দগ্ধ তারা কেন টের পাবেন? এসব কথা খুলে বলার সাহসও নেই আজ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

াধ্যমে কৃষকদের ক্ষমতায়ন :

২০২৩-২৪ সালের রবি মরসুমে ৬.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন ডাল সংগ্রহ করা হয়েছে, উপকৃত ২.৭৫ লক্ষ কৃষক

নতুন দিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪: কৃষকদের আয় বাড়াতে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধান কৃষিজাত পণ্যগুলির জন্য সরকারের নূন্যতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) নীতির উদ্দেশ্য হল কৃষিতে অধিকতর বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং উৎপাদনশীলতাকে বাড়ানোর লক্ষ্যে উৎপাদকদের পারিশ্রমিকের মূল্য নিশ্চিত করা। এমএসপি হল খারিফ ও রবি মরসুমে উৎপাদিত প্রধান শস্য, শ্রীঅন্ন (বাজরা), ডাল, তৈলবীজ, নারকেল, তুলা এবং পাট এর মত বাছাই করা ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য। সরকার ২৪টি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে যা কৃষকদের উৎপাদন খরচের দেড়গুণ বেশি। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ বিভাগ ''পিএম অন্নদাতা আয় সংরক্ষন অভিযান' এর মত পিএম-আশা'র মত এক প্রধান প্রকল্পকে বাস্তবায়ন করে চলেছে। এই প্রকল্পটি বিজ্ঞাপিত ডাল, তৈলবীজ এবং নারকেলের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডাল, তৈলবীজ এবং নারকেলের মূল্য নিশ্চয়তা প্রদান করা, কৃষকদের আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, ফসল কাটার পরে বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করা এবং ডাল ও তৈলবীজের মত ফসলের বৈচিত্র্যকরণ প্রচারের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পিএম আশা প্রকল্প চালু করা হয়েছিল।

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পিএম আশা''র সমন্বিত প্রকল্পের অধীনে প্রাইস সাপোর্ট স্কিম (পিএসএস), প্রাইস ডেফিসিয়েন্সি পেমেন্ট স্কিম (পিডিপিএস) এবং মার্কেট ইন্টারভেনশন স্কিম (এমআইএস) উপাদানগুলিতে সংযুক্ত করার অনুমোদন দেয়।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সরকারের অনুরোধে প্রাইস সাপোর্ট স্কিম (পিএসএস) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পে কৃষকদের স্বার্থে বিজ্ঞাপিত ডাল, তৈলবীজ এবং কোপরা ফসলকে মান্ডি কর আরোপ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ২০২৪-২৫ সংগ্রহের মরসুম থেকে, পিএসএসের অধীনে বিজ্ঞাপিত ডাল, তৈলবীজ এবং কোপরা সংগ্রহের অনুমোদন প্রাথমিকভাবে রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহকে সেই নির্দিষ্ট মরসুমের জন্য রাজ্যের উৎপাদনের সর্বাধিক ২৫ শতাংশ পর্যন্ত দেওয়া হয়। যদি রাজ্য তার উৎপাদনের ২৫ শতাংশ সীমা শেষ করে ফেলে, তবে পিএসএসের অধীনে অতিরিক্ত ক্রয়ের অনুমোদন জাতীয় উৎপাদনের সর্বাধিক ২৫ শতাংশ পর্যন্ত রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে দেওয়া হবে।

ডালের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য, তুর, উড়াদ এবং মসুরের ক্ষেত্রে ২৪-২৫ বছরের জন্য সংগ্রহের উর্ধসীমা তুলে দেওয়া হয়েছে।

পিএম আশা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য একটি সুরক্ষা কবচ। এই প্রকল্পটি ফসল কাটার পরবর্তী অবস্থায় কৃষকদের ক্ষতি হ্রাস করে এবং কৃষকদের সময়মতো অর্থ প্রদান নিশ্চিত করে সরাসরি তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করে। কৃষকরা তাদের পণ্যগুলির জন্য ভাল দাম পায় এবং এরফলে গ্রামীণ অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কৃষকদের অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির জন্য পিএম আশা প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ভারত সরকার রাজ্য সরকারের সাথে সমন্বয় করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের কাছ থেকে কৃষি পণ্য সংগ্রহ করতে নাফেড এবং এনসিসিএফের মতো কেন্দ্রীয় নোডাল এজেন্সিগুলিকে রাজ্য স্তরের সংস্থাগুলির সাথে যুক্ত হচ্ছে।

২০২৩-২৪ এর রবি মরসুমে, ২.৭৫ লক্ষ কৃষকের কাছ থেকে এমএসপি মূল্যে ৪,৮২০ কোটি টাকার ফসল ক্রয় করা হয় যার মধ্যে ছিল ৬.৪১ এলএমটি ডাল অর্থাৎ ২.৪৯ এলএমটি মসুর, ৪৩,০০০ এমটি চানা এবং ৩.৪৮ এলএমটি মুগ। একইভাবে, ৫.২৯ লক্ষ কৃষকের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ৬,৯০০ কোটি টাকার ১২.১৯ এলএমটি তৈলবীজ কেনা হয়েছে। চলতি খরিফ মরসুমের শুরুতে, সয়াবিনের বাজার মূল্য এমএসপির দামের অনেক নীচে ছিল, যার ফলে কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখিন হয়। পিএসএস প্রকল্পের অধীনে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপে (পিএম আশার উপাদান) সরকার (১১.১২.২০২৪ তারিখে) ২,৭০০ কোটি টাকার এমএসপি মূল্যে ৫.৬২ এলএমটি সয়াবিন সংগ্রহ করে এবং এভাবে ২,৪২,৪৬১ জন কৃষককে উপকৃত হয় যা এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করা সর্বোচ্চ পরিমাণের সয়াবিন। এটি কৃষকদের কল্যাণে ভারত সরকারের অটল প্রতিশ্রুতির নিদর্শন।

২০১৮-১৯ সাল থেকে সংগ্রহের তথ্যের দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে প্রায় ১৯৫.৩৯ এলএমটি ডাল, তৈলবীজ এবং নারকেল সংগ্রহ করা হয়েছে যার নূন্যতম সহায়ক মূল্য ছিল ১,০৭,৪৩৩.৭৩ কোটি টাকা। এরফলে ৯৯,৩০,৫৭৬ জন কৃষক বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উপকৃত হয়েছিলেন।

সরকার তৈলবীজের বিকল্প হিসাবে মূল্য ঘাটতি প্রদান প্রকল্পকে (পিডিপিএস) উৎসাহিত করছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল তৈলবীজের উৎপাদকদের পারিশ্রমিকের মূল্য নিশ্চিত করা যা ভারত সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত করা হয়। পিডিপিএস নির্ধারিত সময়ে স্বচ্ছ নিলাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত বাজার ইয়ার্ডে নির্ধারিত ফেয়ার অ্যাভারেজ কোয়ালিটি (এফএকিউ)র কাছে তার উৎপাদনের ৪০ শতাংশ পর্যন্ত তৈলবীজ বিক্রি করে প্রাক-নিবন্ধিত কৃষকদের এমএসপি এবং বিক্রয় / মোডাল মূল্যের মধ্যে বিক্রয় / মোডাল মূল্যের সরাসরি অর্থ প্রদান করে। তবে, রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিরও নির্দিষ্ট বছর / মরসুমে নির্দিষ্ট তৈলবীজের জন্য পিএসএস বা পিডিপিএস প্রয়োগ করার বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে।

পিএম আশার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এবং গেম চেঞ্জিং উপাদান হ''ল মার্কেট ইনটারভেনশন স্কীম (এমআইএস) বা বাজার হস্তক্ষেপ প্রকল্প যা টমেটো, পেঁয়াজ এবং আলু ইত্যাদির মতো পচনশীল কৃষি / উদ্যানজাত পণ্যগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে কিন্তু এমএসপির আওতাভুক্ত নয়। রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সরকারের অনুরোধে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয় যখন রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে পূর্ববর্তী স্বাভাবিক মরসুমের হারের তুলনায় বাজারে দাম কমপক্ষে ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে যায়।

এমআইএস-এর অধীনে, সরাসরি সংগ্রহের পরিবর্তে, রাজ্যগুলির কাছে বাজারের হস্তক্ষেপ মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যের মধ্যে পার্থক্যমূলক অর্থ প্রদানের বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে পারে, যা ফসলের উৎপাদনের ২৫ শতাংশ এবং এমআইপি-র ২৫ শতাংশ পর্যন্ত সর্বাধিক দামের পার্থক্য সাপেক্ষে। এছাড়াও, শীর্ষ তালিকাভুক্ত ফসলের ক্ষেত্রে, যেখানে উৎপাদক রাজ্য ও ভোক্তা রাজ্যগুলির মধ্যে দামের পার্থক্য বিরাজমান, সেখানে কৃষকদের স্বার্থে, নাফেড এবং এনসিসিএফ-এর মতো কেন্দ্রীয় নোডাল এজেন্সি (সিএনএ) উৎপাদিত রাজ্যগুলি থেকে অন্য ভোক্তা রাজ্যগুলিতে ফসল সংরক্ষণ ও পরিবহনের জন্য যে পরিচালন ব্যয় নির্দিষ্ট করেছে তা সরকার পরিশোধ করবে।

টমেটো, পেঁয়াজ এবং আলুর মতো মূল্য সংবেদনশীল ফসল চাষ করেন এমন কৃষকদের ব্যাপক উপকৃত করছে এই প্রকল্পটি। কারণ এই ফসলের দাম অত্যন্ত অস্থির যা কৃষকদের পাশাপাশি ভোক্তাদেরও অসুবিধার সম্মুখিন করে। তদুপরি, এই ফসলগুলিতে দামের বৈষম্য রয়েছে যেমন ভোক্তা রাজ্যগুলিতে খুব বেশি দামের বিপরীতে উৎপাদনকারী রাজ্যগুলিতে দাম খুব কম হয়। এই প্রকল্পটি তাই দামের ব্যবধান পূরণ করতে এবং দামের অস্থিরতার প্রভাব মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পিএম আশা দেশের কোটি কোটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের আশার আলো হয়ে উঠেছে। নিশ্চিত আয় প্রদান এবং বাজারের মূল্য স্থিতিশীল করে, এই প্রকল্পটি কেবল একটি কল্যাণমূলক পদক্ষেপ হিসেবেই নয়, কৃষকদের স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষমতায়নের একটি পদক্ষেপ। এটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাজারের ওঠানামা এবং মধ্যস্থতাকারীদের জন্য তৈরী করা অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করে।

আম্বেদকরের নাম নেওয়ার কোনও নৈতিক অধিকার কংগ্রেসের নেই : কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যকে হাতিয়ার করে বিক্ষোভে নেমেছে কংগ্রেস। এবার পাল্টা কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেছেন, বি আর আম্বেদকরের নাম নেওয়ার কোনও নৈতিক অধিকার কংগ্রেসের নেই।

বুধবার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, 'গত রাত থেকেই কংগ্রেস, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভাষণের একটি ছোট অংশ নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

পুরো বক্তৃতায় অমিত শাহ বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রশংসা করেছেন। তিনি সদনকে আরও বলেছেন, কীভাবে আমাদের সরকার এবং বিজেপি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, কেবল বাবাসাহেব আম্বেদকরের উত্তরাধিকারই নয়, তাঁর আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিবেদিত। আমি কংগ্রেসকে বলতে চাই, বি আর আম্বেদকরের নামের অপব্যবহার বন্ধ করুন। বি আর আম্বেদকরের নাম নেওয়ার কংগ্রেসের কোনও নৈতিক অধিকার নেই।'

অমিত শাহকে তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে, দাবি খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দাবি জানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বুধবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খাড়গে বলেছেন, 'তিনি বাবা সাহেব আম্বেদকর এবং সংবিধানকে অপমান করেছেন। মনুস্মৃতি এবং আরএসএস-এর প্রতি তাঁর আদর্শ স্পষ্ট করে যে, তিনি বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধানকে সম্মান করতে চান না।'

উল্লেখ্য, বিরোধীদের নিশানায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বক্তৃতার সময় ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরকে অপমান করেছেন। এই অভিযোগকে হাতিয়ার করে বুধবার সকালে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধী সাংসদরা। হাতে আম্বেদকরের ছবি নিয়ে অমিত শাহের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন তাঁরা। খাড়গে এদিন আরও বলেছেন, 'আমরা অমিত শাহের বক্তব্যের নিন্দা করছি এবং তাঁর পদত্যাগ দাবি করছি। দেশের মানুষের কাছে তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত, তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।'

খাড়গে আরও বলেছেন 'অমিত শাহ যখন ডঃ বি আর আম্বেদকরের কথা বলছিলেন, তিনি বলেছিলেন ''আপনারা আম্বেদকরের নাম ১০০ বার জপ করতে থাকুন, যদি এতবার ঈশ্বরের নাম নিতেন, আপনারা ৭ বার স্বর্গে যেতেন''। এর মানে বাবা সাহেব আম্বেদকরের নাম নেওয়া অপরাধ এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাবা সাহেব আম্বেদকর প্রণীত সংবিধানের বিরোধিতা করা।'

দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শেষ করার চেষ্টা; এক দেশ, এক নির্বাচন প্রসঙ্গে রাউত

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): 'এক দেশ, এক নির্বাচন' ধারণার তীব্র সমালোচনা করলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। তিনি বলেছেন, এক দেশ, এক নির্বাচন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শেষ করার চেষ্টা। বুধবার দিল্লিতে এক সাংবাদিকদের সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'এটি আমাদের দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শেষ করার চেষ্টা। এই বিলটি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির জন্য পাস করা হয়েছে এবং সেই ব্যক্তি নিজের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবেন না। নির্বাচনে যে দল সবচেয়ে বেশি খরচ করেছে সেটি হল বিজেপি। পুরোটাই কালো টাকা।'

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পূর্ব বিজপ্তি মূলে ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী যে সকল ছাত্রছাত্রী কমপক্ষে ২(দুই) বছরের পাঠ্যক্রমের জন্য সরকার অনুমোদিত যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজ্যে অথবা বাইরে ২৩-২০২৪ ইং সালে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রমে পড়াশুনা করার জন্য শর্ত সাপেক্ষে এককালীন আর্থিক সহায়তা (One Time Financial Support) পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়ে প্রথম কিস্তির ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ইতিমধ্যেই সরাসরি ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পেয়েছেন,তাদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাবার জন্য আগামী ৩০/১২/২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে Online এর মাধ্যমে BMS Portal এ Renewal Application করে উক্ত দপ্তরে, আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় - নথিপত্র সহ উপরে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে।

Renewal Acknowledgement slip (BMS).
NSP Application form (২০২৩-২৪ Renewal ID).
১st Semester / ২nd Semester Marksheet of the present course.

বিস্তারিত বিবরনের জন্য অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর, গোর্খাবস্তি, এয়ারপোর্ট রোড, আগরতলা যোগাযোগ করা যেতে পারে।
ওয়েবসাইটঃ www.obcw.tripura.gov.in–
Instagram:- https://www.instagram.com/obcwelfaretripura
Facebook Page:- Directorate for Welfare of Other Backward Classes, Govt*f* of Tripura, Whatsapp Number - ৮৭২৯৮৯৯৩৩২ দূরভাষ নম্বরঃ- (০৩৮১)২৩২-৯০৩৪
ICA/D-1518/24

(নির্মল অধিকারী, আইএএস)
অতিরিক্ত সচিব এবং অধিকর্তা
অন্যান্য পশ্চদাপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর

Notice

It is for information of all general public and citizens residing in the block area of Lefunga RD Block, that the below mentioned family have been provided with PMAY-G house and 1st instalment amounting to Rs.48,000/- (Rupees Forty eight thousand) only have been transferred to his bank account for initiating the house construction work. The beneficiary was widower and expired after received of 1" installment leaving of his 2 son. Younger son Sri. Sukumar Debbarma has already benefitted from PMAY-G scheme and the elder son namely Sri. Ranjit Debbarma is presently untraceable.

Now, therefore the legal heir of beneficiary including Sri. Ranjit Debbarma are hereby directed to report/contact the undersigned within 15(fifteen) days from publication of this notice, failing which beneficiary's name will be considered for deletion from PWL (Permanent Waiting List) of PMAY-G and no appeal/request by survivors of beneficiary will be entertained after 15 (fifteen) days of publication of this notice

Sl. No.	Name of VC	Awaas Plus Id	Beneficiary Name	Amount release	Remarks
1	Bodhjungnagar	TR1146859	Bhesharam Debbarma	Rs.48,000/-	Legal heir not traceable

ICA/D/1510/24

Narendra Reang
Block Development Officer
Lfunga RD Block

এলাকার দখল ঘিরে মুর্শিদাবাদে বোমাবাজি, সালারের চুনশহর গ্রামে উত্তেজনা

মুর্শিদাবাদ, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): এলাকা দখলকে ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের সালার থানার অন্তর্গত চুনশহর গ্রাম। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছে। বোমাবাজিকে ঘিরে রাতভর চাপা উত্তেজনা ছিল চুনশহর গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই প্রথম নয়, প্রায় দু'মাস ধরে এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে চুনাশহর গ্রামে বেশ কয়েক বার সংঘর্ষ হয়েছে।

এলাকা দখল নিয়ে অশান্তির জেরেই মাস দেড়েক আগে খুন হন চুনাশহরের পাশের গ্রাম কান্দরার বাসিন্দা আলাই শেখ (৫৫)। ওই খুনের ঘটনার পর বেশ কয়েক জন ঘরছাড়া ছিলেন। তার পর থেকে এলাকাও খানিক শান্ত ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে দফায় দফায় বোমার শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। স্থানীয়দের দাবি, দুষ্কৃতীদের অনেকেই আবার এলাকায় ফিরেছে। তার পরেই অশান্তি শুরু হয়েছে।

ইঙ্গিতই সত্যি হল, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন অশ্বিন

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল কিছু দিন ধরেই, আর তা সত্যি হল বুধবার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ব্রিসবেনে তৃতীয় টেস্ট শেষ হওয়ার পরেই নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তিনি। অর্থাৎ সিরিজের বাকি দুই টেস্টে অশ্বিনকে আর পাবেন না রোহিত শর্মারা।

ভারতের হয়ে ১০৫টি টেস্টে ৫৩৭টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নিয়েছেন ৩৭ বার। পাশাপাশি ৩৪৭৪ রানও করেছেন তিনি। রয়েছে ৬টি শতরান ও ১৪টি অর্ধশতরান। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও সর্বাধিক উইকেট তাঁর দখলে। কিন্তু গত নিউজিল্যান্ড সিরিজ থেকেই ম্লান ছিলেন অশ্বিন। অস্ট্রেলিয়াতেও একমাত্র অ্যাডিলেড টেস্ট ছাড়া বাকি দুই টেস্টে প্রথম একাদশে জায়গা পাননি তিনি। সেখানে মাত্র একটি উইকেট পান। সেই কারণেই হয়তো অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন অশ্বিন। বিসিসিআই জানিয়েছে, ধন্যবাদ অশ্বিন। আয়ত্ত, উজ্জ্বলতা এবং উদ্ভাবনের সমার্থক একটি নাম। টিম ইন্ডিয়ার অমূল্য অলরাউন্ডার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করেছেন। আপনাকে অভিনন্দন।

নিউজিল্যান্ডের সাদা বলের অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন মিচেল স্যান্টনার

ওয়েলিংটন, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ব্ল্যাকক্যাপদের বাঁহাতি স্পিনার মিচেল স্যান্টনারকে নিউজিল্যান্ডের সাদা বলের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। কেন উইলিয়ামসনের কাছ থেকে তিনি এই দায়িত্ব নিলেন। বুধবার দেশটির ক্রিকেট সংস্থা নিশ্চিত করেছে।

২৪৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ব্ল্যাকক্যাপদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং ২৪টি টি-টোয়েন্টি ও চারটি ওয়ানডেতে দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ২০২০ সালের নভেম্বরে বে ওভালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একটি টি-২০ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ২০২২ সালে এডিনবার্গে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি মাত্র ওয়ানডেতেও দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।ডিসেম্বরের শেষের দিকে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-২০ সিরিজে তাঁর পূর্ণ-সময়ের অধিনায়কত্বের মেয়াদ শুরু হবে। এরপর জানুয়ারি ২০২৫এ দুই দেশের মধ্যে ওডিআই সিরিজ শুরু হবে।

কোরবা ও মুঙ্গেলি জেলা সফরে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী

রায়পুর, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): বুধবার ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই কোরবা ও মুঙ্গেলি জেলা সফরে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন রায়পুর থেকে হেলিকপ্টারে সরাসরি কোরবা যাবেন। সেখানে তিনি গুরু ঘাসীদাস জির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

জানা গেছে, সেখান থেকে তিনি দুপুরে রওনা হবেন মুঙ্গেলির উদ্দেশ্যে। তিনি মুঙ্গেলির লালপুর এবং মতিমপুরে গুরু ঘাসীদাস জির জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন। বিকেলে তিনি ফিরে আসবেন রায়পুরে।

দ্য বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ড: মেসি-রদ্রিদের হারিয়ে ফিফার বর্ষসেরা ভিনিসিউস

দোহা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): মঙ্গলবার রাতে 'দ্য বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানে ভিনিসিউসকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফিফার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। এবারের ব্যালন ডি'র জয়ী রদ্রি, রেকর্ড আটবারের বর্ষসেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি এবং আরও অনেককে হারিয়ে ফিফার বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

২০২৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ১০ আগস্ট পর্যন্ত পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিয়ে গত ২৯ নভেম্বর মনোনীত মোট ১১ জনের তালিকা প্রকাশ করেছিল ফিফা। লড়াইয়ে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপে, দানি কার্ভাহাল, আর্লিং হলান্ড, ফেদেরিকো ভালভের্দে, ফ্লোরিয়ান ভিরৎজ, জুড বেলিংহ্যাম, লামিনে ইয়ামাল, টনি ক্রুসের মতো খেলোয়াড়।

তবে এই বিবেচিত সময়ে জাতীয় দলের হয়ে আশানুরূপ ফল করতে পারেননি ভিনিসিউস। কিন্তু ক্লাব ফুটবলে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল নজরকাড়া। যেমন গত মরসুমে রিয়ালের চ্যাম্পিয়নস লিগ, লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ে বড় অবদান রেখেছিলেন ভিনিসিউস। তাছাড়া চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিরুদ্ধে জয়ে দ্বিতীয় গোলটিও করেছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে আসরের সেরা খেলোয়াড়ও নির্বাচিত হন। আর স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালেও তিনি হ্যাটট্রিক করেছিলেন বার্সেলোনার বিপক্ষে। ২০২৩-২৪ মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রিয়ালের হয়ে ৩৯ ম্যাচে ২৪ গোল করেছেন ভিনিসিউস।

সেরা ফিফা মহিলা খেলোয়াড়ের পুরস্কার বিজেতা আইতানা বনমতি

দোহা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাতারের দোহায় মঙ্গলবার অ্যাসপায়ার একাডেমিতে ২০২৪ সংস্করণের বিজয়ী ঘোষণা করার সময় আইতানা বনমতি টানা দ্বিতীয় বারের মতো সেরা ফিফা মহিলা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন।

দেশের ঐক্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ভিত ভাষা : কিশান রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): পরিকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক বিকাশ ও কৃষির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও ঐক্যের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে ভারত সরকার। জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি। বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি বলেছেন, দেশের ঐক্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত দেশের বিভিন্ন ভাষা।

দেশের ঐতিহাসিক বৈচিত্র্যের কথা বলতে গিয়ে রেড্ডি বলেন, ভারতে ১২১টি বিশিষ্ট ভাষা এবং প্রায় ১৬০০টি উপভাষা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, জ্ঞান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যও বটে। রেড্ডি আরও উল্লেখ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ভাষা এবং উপভাষাগুলি সংরক্ষণ ও সুরক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে, কারণ ভাষা ক্ষমতায়ন এবং ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

অপরিচিত মহিলার মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref- GB TOP G*f*D Entry No*f* 22 dated-14.12.2024

পাশের ছবিটি অপরিচিত মহিলার মৃতদেহ, বয়স- আনুমানিক ৫০ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, গায়ের রঙ- শ্যামলা, মুখমন্ডল- গোলাকার, চুল- কালো। গত ০৮/১২/২০২৪ ইং তারিখ দুপুর ৩ টায় অসুস্থ অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং চিকিৎসা চলাকালীন গত ১৪/১২/২০২৪ ইং সন্ধ্যা ৬ টা সময় জিবিপি হাসপাতালে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরন করার জন্য। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়-স্বজন মৃতদেহের দাবী করেনি।

উপরে উল্লেখিত মহিলার মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্টোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) জি.বি টিওপি ০৩৮১-২৩৫৫০৯৫

ICA/D-1513/24

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 16/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2024-25

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/Other State PWD,.up to 3.00 P.M. on 23/12/2024 for the following work:-

Sl No	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No: 43/EE-KLP/PWD (DWS)/2024-25	Rs. 49,48,414.00	Rs. 98,968.00	90 days	Rs. 1000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 23/12/2024 up to 3:00 PM Time and date of opening of bid: 23/12/2024 at 4:00 PM
Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in Class of bidder: Appropriate Class All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C/2948/29

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer DWS Division,
Kalyanpur Khowai Tripura

Executive Engineer, W.R Division No-II, Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:- 12/EE/WRD-II/2024-2025 Dated 12-12-2024.

Sl No.	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIeT No: 08/ACE(P & DU)/ PWD(WR)/DNIeT/2024-25	₹ 1, 50, 07, 924.00	₹ 3, 00, 158.00	12(twelve) months	Rs.8000.00
2	DNIeT No: 09/ACE(P & DU)/ PWD(WR)/DNIeT/2024-25	₹ 1, 68, 82,687.00	₹ 3, 37, 654.00	12(twelve) months	Rs.8000.00
3	DNIeT No: 10/ACE(P & DU)/ PWD(WR)/DNIeT/2024-25	₹ 1, 60, 11, 945.00	₹ 3, 20, 239.00	12(twelve) months	Rs.8000.00

Last Date of bidding for bids 26-12-2024 upto 15.00Hrs. Opening of Bid on 26-12-2024 at 15.30 Hrs. If possible.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/2945/24

(Er. Parimal Debnath),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
P.N. Complex, Gurkha basti, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 25/EE-IED/AMB/2024-25

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below:

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE OF OPENING
1	57/EE-IED/AMB/2024-25	₹6,86,131.00	₹13,123.00	Upto 17.00 Hrs on 30/12/2024	At 10.00 Hrs on 31/12/2024

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf of Governor of Tripura.
ICA/C-2939/24

(Er. Sujit Das) Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
M: +91-94361-24519

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

এই আটাই রক্তে গ্লুকোজ আর কোলেস্টেরল শোষণ করে শরীর রাখবে চাঙ্গা

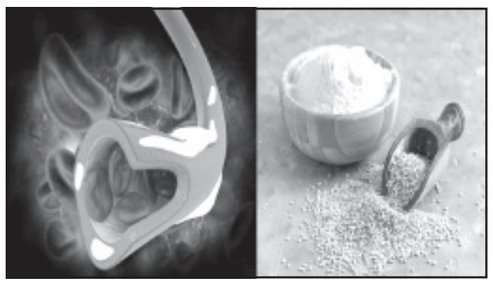

রুটি তৈরি করতে অধিকাংশ বাড়িতেই গমের আটা ব্যবহার করা হয়। যদিও শীতের দিনে অনেকেই বাড়িতে ভুট্টা আর বাজরার আটা ব্যবহার করেন। গমের আটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভাল। তবে যাঁদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে তাঁদের মাল্টিগ্রেন আটা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ওবেসিটি, ডায়াবেটিস, হার্টের সমস্যা থাকলেও বাজরা, জোয়ারের আটা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

আজকাল আরও একটি আটার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তা হল চেস্টনাট আটা। শুধু গ্রাম নয়, শহরেও খুব জনপ্রিয় হল পানিফল। লক্ষ্মীপুজোর প্রসাদে এই ফল থাকবেই। পানিফলের থেকে তৈরি আটাও শরীরের জন্য খুব ভাল। এমনিই পানিফলের মধ্যে ক্যালোরি একেবারেই নেই। সেই সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট থাকে কম। তুলনায় বেশি পরিমাণে থাকে ফাইবার, প্রোটিন, পটাশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, ভিটামিন বি ৬, রাইবোফ্ল্যাভিন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই চেস্টনাট আটা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, সেই সঙ্গে রক্তে শর্করার পরিমাণও রাখে নিয়ন্ত্রণে। তবে কেন খাবেন এই পানিফলের তৈরি আটা?

পানিফলের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। সেই সঙ্গে ক্যালোরি একেবারেই নেই। নিয়মিত ভাবে এই পানিফলের আটার থেকে তৈরি রুটি খেলে ওজন কমে। যেহেতু ফাইবারের পরিমাণ বেশি থাকে তাই অনেকক্ষণ সময়ের জন্য পেট ভর্তি থাকে। আর পেট ভর্তি থাকলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত খিদে পায় না। যার ফলে তাড়াতাড়ি ওজন কমে যায়।

ফাইবার বেশি থাকে বলেই রক্তশর্করাও থাকে নিয়ন্ত্রণে। এই পানিফলের মধ্যে থাকে প্রচুর ফাইবার। যা ধীরে ধীরে রক্তে স্টার্চ শোষণ করে। কোনও সুস্থ মানুষেরই রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। এছাড়াও এর মধ্যে থাকে ফাইবার, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন বি ৬, রাইবোফ্ল্যাভিন, কপার। যা শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়। সেই সঙ্গে যে কোনও সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে।

পাচনতন্ত্র অর্থাতহজমের যে কোনও সমস্যাতেও কার্যকরী হল এই পানিফলের আটা। ফাইবার থাকায় রোজ এই আটার রুটি খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা মেটে। পাইলস, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোমের সমস্যাতেও কাজে আসে এই আটা। চেস্টনাট আটার মধ্যে রয়েছে ভিটামিন বি ৬, যা মেজাজ ভাল রাখতে সাহায্য করে। মোদ্দাকথা স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে থাকে। হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে এই আটা। মোদ্দাকথা স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে থাকে।চেস্টনাটের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। থাকে ফেরুলিক অ্যাসিড। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যানসার দমন করতে সাহায্য করে। বিশেষ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে ফেরুলিক অ্যাসিড স্তন ক্যানসারের বৃদ্ধি একেবারে রুখে দেয়।

বয়স ৩০ পেরোলেই রান্নাঘরে রাখা এই সব খাবার রোজ খান

আগে বয়স হলে তখনই স্মৃতিভ্রমের সমস্যা হত। বার্ধক্যের অন্যতম লক্ষণ হল এই স্মৃতিভ্রম। তবে আজকাল আর বয়সের জন্য কোনও কিছু আটকে থাকে না। একদম কম বয়স থেকেই যেমন দেখা দিচ্ছে ডায়াবেটিসের মত সমস্যা তেমনই জাঁকিয়ে বসছে উচ্চ রক্তচাপও। ৩০ বছর বয়স থেকেই আজকাল কমতে থাকে স্মৃতিশক্তি। ভুলে যাওয়ার সমস্যা এখন প্রায় সকলের মধ্যেই।

সেই সঙ্গে আরও নানা শারীরিক সমস্যা তো থাকেই। আর তাই রান্নাঘরে থাকা এই সব উপাদানেই ভরসা রাখতে পরামর্শ পুষ্টিবিদদের।

কফি- কফির মধ্যে থাকা ক্যাফেইন শরীরের অনেক উপকারে লাগে। এছাড়াও বেশ কিছু গবেষণা বলছে নিয়মিত ভাবে কফি খেলে মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে। মন মেজাজ ঠিক রাখে। সেই সঙ্গে স্মৃতিশক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে কফি। তবে কফি খুব বেশি খাবেন না। এতে রাতে ঘুমের সমস্যা হয়। সেই সঙ্গে দুধ-চিনি দিয়ে কফিও সব সময় খাবেন না। গ্রিন কফি খেলে চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া কিন্তু একেবারেই নয়।

হলুদ- সব বাড়ির রান্নাঘরে হলুদ থাকে। হলুদের মধ্যে রয়েছে কারকিউমিন যা আমাদের স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ডিপ্রেশন রুখতেও কাজে আসে হলুদ। এছাড়াও শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতেও ভূমিকা রয়েছে হলুদের।

ফুলকপি- ফুলকপি, বাঁধাকপির মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন কে। যা স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। যে কারণে শীতে রোজ অল্প পরিমাণে ফুলকপি, ব্রকলি এসব খেতে পারলে খুবই ভাল। তবে থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে বাঁধাকপি এড়িয়ে চলতে বলা হয়।

কুমড়োর বীজ- কুমড়োর বীজের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা মস্তিষ্ককে ক্ষতিকর কোষের হাত থেকে রক্ষা করে। সেই সঙ্গে কুমড়োর বীজে থাকে দস্তা, ম্যাগনেশিয়াম, কপার, আয়রনের মতো পুষ্টিকর কিছু উপাদান। যে কারণে রোজ কুমড়োর বীজ খেতে পারলে খুবই ভাল।

কমলালেবু- শীতের দিনে বাজারে প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু পাওয়া যায়। আর কমলালেবুর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেই সঙ্গে থাকে ভিটামিন সি। যা আমাদের স্মৃতিশক্তি বাড়ায়, একাগ্রতা বাড়ায়। একই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ করতেও তা সাহায্য করে। যে সব খাবারে যত বেশি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে তা শরীরের জন্য সবচেয়ে ভাল। আর তাই সব সময় চেষ্টা করুন রঙিন ফল খেতে। গাজর, ব্রকোলি, কমলা এসব যত বেশি খাবেন ততই ভাল।

শীতে ভাল-মন্দ খাওয়ার ইচ্ছে বাড়ে

শীতের দিনে খিদে একটু বেশিই পায়। আর শীতে ভাল মন্দ খাওয়া তুলনায় বেশি হয়। এছাড়াও শীতে ভাল-মন্দ খাওয়ার ইচ্ছে বাড়ে। পিঠেপুলি, কড়াইশুটির কচুরি, আলুর দম এসব হতেই থাকে বাড়িতে। কোনও খাওয়ারের প্রতি বিশেষ লোভ হলে তখনই সেই খাবার খেতে ইচ্ছে করে। এবার বেশি খাওয়া হয়ে গেলে রাতে মোটেই ঘুম আসতে চায় না।

আর হজমের সমস্যা হলে ঘুম আসতেও দেরী হয়। আর তাই শীতের রাতে কিছু খাবার থাকে যা এড়িয়ে চলতে পারলেই ভাল। কারণ শীতে সংক্রমণ জনিত বিভিন্ন সমস্যাও বাড়ে। আর তাই যে সব খাবার শীতে একেবারেই এড়িয়ে চলবেন তা হল-

টমেটো- ঘুমনোর আগে টমেটো না খাওয়াই ভাল। টমেটোর মধ্যে অম্লত্ব বেশি থাকায় তা টক হয়। টমেটোর মধ্যে থাকে টাইরামিন। আর তাই টমেটো খেলে হজমের সমস্যা হয়। বদহজম হলে ঘুমও দেরিতে আসে। টমেটোর মধ্যে থাকে এক ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিড। যা মস্তিষ্কের কার্যকলাপ বাড়ায় এবং ঘুমে বাধা দেয়।

ব্রকলি- শীতেই সবচাইতে বেশি ব্রকোলি পাওয়া যায়। ব্রকোলি আর ফুলকপির মধ্যে ট্রিপটোফেন থাকে যা ঘুমোতে সাহায্য করে। তবে এই সবজিটি কাঁচা খেলে সেখান থেকেও সমস্যা হতে পারে। ব্রকলির মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। যে কারণে তা হজম হতে বেশি সময় লাগে। রাতে তাই ফুলকপির তরকারি কিংবা ব্রকোলির স্যুপ খাবেন না।

মশলাদার খাবার- যে কোনও মশলাদার খাবার বদহজম আর অ্যাসিডিটি ঘটাতে বাধ্য। শীতের রাতে মশলাদার খাবার খেতে বেশি ইচ্ছে করে। এই সব খাবার খেলে বুক, গলা জ্বালা করতে থাকে। মশলাদার খাবার খেলে তাই গরম বেশি লাগে। ফলে ঘুমের উপরেও সেই প্রভাব পড়ে।

চিকেন- এই এমন একটি খাবার যা যখন দেওয়া হয় তখনই খেতে ইচ্ছে করে। কাবাব, তন্দুরি, ঝাল, ঝোল যে ভাবে খুশি বানিয়ে খাওয়া যেতে পারে। চিকেনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে। থকে অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরোসিন যা মস্তিষ্কের কার্যকলাপ বাড়িয়ে দেয়। ঘুমের সময় শরীর শান্ত রাখা দরকার।

পনির- পনিরের মধ্যেও থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরামাইন। যা মস্তিষ্ককে দীর্ঘ সময় সক্রিয় রাখে। এছাড়াও থাকে প্রোটিন। মধ্যরাত পর্যন্ত জেগে থাকা মোটেও কাজের কথা নয়। আর তাই পনির এড়িয়ে চলতে পারলেই ভাল।

হাড় শক্তিশালী করার জন্য দুধের প্রয়োজন

হাড় শক্তিশালী করার জন্য দুধের প্রয়োজন। দুধের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি। আর তাই নিয়মিত ভাবে দুধ খেতে পারলে ভাল। দুধের মধ্যে থাকে ভিটামিন বি ১২, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন ডি, প্রোটিন, পটাশিয়াম, ফসফরাস। অনিদ্রা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, দাঁতের সমস্যা এবং হাড় দুর্বল হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে দুধ খেলে কাজে আসবে।

তবে দুধও পরিমাণে খাওয়া উচিত। অতিরিক্ত দুধ খেলে সেখান থেকেও হতে পারে সমস্যা।

দিনে কতটা পরিমাণ দুধ খেতে পারেন? পর্যাপ্ত ক্যালশিয়াম পেতে শিশুদের দিনে ২-৩ কাপ দুধ অর্থাত৪০০-৫০০ গ্রাম দুধ খাওয়া যেতে পারে। প্রাপ্তবয়স্করা দিনে ২ গ্লাস পর্যন্ত দুধ খেতে পারেন। তবে তিনগ্লাসের বেশি দুধ খেলে হাড় দুর্বল হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও হজমেও সমস্যা হয়। সুইডিশের একটি সমীক্ষা অনুসারে প্রতিদিন তিনগ্লাসের বেশি দুধ খেলে মহিলাদের মধ্যে মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়। অতিরিক্ত দুধ আবার শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও নষ্ট করে দেয়। অতিরিক্ত খেলে গ্যাস, পেটে ফোলাভাব, ডায়ারিয়া, হজমের সমস্যাও দেখা যায়। যাঁদের দুধে অ্যালার্জি রয়েছে তাঁদের দুধ বিষের মত কাজ করে। তবে শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালশিয়ামের জন্য দুধের সঙ্গে পনির, দই, সবুদ শাক, সয়াবিন, ডুমুর, ব্রকোলি, কমলালেবু এসব বেশি করে খেতে হবে।

যে সব প্রশ্ন সকলের মনেই ঘোরাফেরা করে

সেরা দুধ কোনটি?

গোরুর দুধই সবচাইতে বেশি স্বাস্থ্যকর। মহিষের দুধে প্রোটিন আর চর্বি দুই থাকে। সব সময় ফ্যাট ফ্রি দুধ খাওয়ার চেষ্টা করুন।

কোন সময় দুধ খাবেন? রাতে দুধ খেলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। আর তাই রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে দুধ খেলে সবচাইতে ভাল। এতে পরদিন সকালে পেটও ঠিকমতো পরিষ্কার হয়ে যায়।

কাঁচা দুধ কি খাওয়া যায়?

কাঁচা দুধ খাদ্যে বিষক্রিয়ার পরিমাণ বাড়ায়। আর তাই দুধ না ফুটিয়ে কিছুতেই খাবেন না। কাঁচা দুধ খেলে পেট খারাপ হয়েযায়।

খালি পেটে দুধ খেলে কী কী সুবিধে পাওয়া যায়? খালিপেটে দুধ খেলে পরিপাকতন্ত্র শক্তিশালী হয়। সেই সঙ্গে সারাদিন এনার্জিও থাকে ভরপুর। এছাড়াও দুধ আর চিয়াসিড মিশিয়ে খেলে ওজন কমে তাড়াতাড়ি। মনে রাখবেন অতিরিক্ত কোনও কিছু একেবারেই নয়। বেশি দুধ খেলেও হাড় গলে যেতে পারে।

খেজুরের রস হল প্রাকৃতিক এনার্জি ড্রিংক

কিছু এমন জিনিস থাকে যার স্বাদ শীত ছাড়া পাওয়া যায় না। নতুন গুড়, পায়েস, পিঠে, খেজুর গুড়, নবান্নের স্বাদ পাওয়া যায় বছরের মাত্র একটা সময়েই। শীতের সকালে আরও একটি জিনিস মন কাড়ে, তা হল খেজুরের রস। টাটকা খেজুরের রসের মজাটাই আলাদা। খেজিরের রসে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি উপাদান রয়েছে।

থাকে বিভিন্ন রকম প্রোটিন, খনিজ, ভিটামিন, আয়রন, ফ্রুকটোজ, গ্লুকোজ, সোডিয়াম আর পটাশিয়াম। যে কারণে নিয়মিত ভাবে খেজুরের রস খেতে পারলে তা শরীরের জন্য খুব ভাল। শীতের দিনে শরীরে ক্লান্তি ভাব একটু বেশি থাকে। এছাড়াও সর্দি, কাশি, পেটের সমস্যা এবং নানা সংক্রমণজনিত সমস্যার কারণে শরীরও একটু কমজোরি থাকে। আর সেক্ষেত্রে খুব কাজে আসে এই খেজুরের রস। খেজুরের রস হল প্রাকৃতিক এনার্জি ড্রিংক। খেজুরের রসে থাকে প্রচুর পরিমাণ শর্করা, সেই সঙ্গে রয়েছে জলও। ফলে একগ্লাস রস খেলে যেমন শরীরে জলের চাহিদা পূরণ হয় তেমনই শরীরে খনিজের মধ্যেও ভারসাম্য বজায় থাকে। একই সঙ্গে খেজুরের রসে থাকে প্রচুর পরিমাণ ম্যাগনেশিয়াম। যা শরীরের ক্লান্তি দূর করে। খেজুর রস শরীর আর মনও চনমনে রাখে।

খেজুরের রসে থাকে প্রচুর পরিমাণ আয়রন, ফলে রক্তাল্পতা দূর করতেও ভীষণ ভাবে সাহায্য করে। তবে অ্যানিমিয়ার সমস্যা থাকলে প্রতিদিন এক টুকরো পাটালি গুড় বা ঝোলা গুড় খেলে খুব ভাল কাজ হয়। খেজুরের রস কিন্তু শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে। শীতের দিনে সর্দি-কাশি সারাতে, এবং শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দিতে খেজুরের রসের জুড়ি মেলা ভার। খেজুরের রসের মধ্যে থাকা ক্যালশিয়াম হাড় শক্ত করতে সাহায্য করে। খেজুরের রসের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম। যা বিপাক ক্রিয়া বাড়ায়। যার ফলে শরীরে বাড়তি চর্বিও জমে না।

খেজুর রসের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। ফলে খাবার তাড়াতাড়ি হজম হয়। মল নরম হয়। শীতকালে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা রুখতেও খুব ভাল কাজ করে খেজুরের রস। একই সঙ্গে খাবার দ্রুত হজম করতেও সাহায্য করে এই খেজুরের রস। খেজুরের রস কখনই কিন্তু কাঁচা খাবেন না। কারণ কাঁচা রসে পোকামাকড় থাকতে পারে। আর তাই খেজুরের রস ভাল করে জ্বাল দিয়ে তবেই খাবেন।

গাজরের হালুয়া, শীতের রোগ দূরে থাকবে

শীতে গাজরের হালুয়া খেতে ভালবাসেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভারতীয় মিষ্টির এমনিও জুড়ি মেলা ভার। আর সেখানে এই মরশুমে গাজরের হালুয়া প্রায় প্রতিটা বাড়িতেই রন্ধিত হয়। ঠান্ডার দিনে এমন ডেজার্ট পাতে পড়লে মন ভাল হয়ে যায়। গাজরের হালুয়া যে শুধু সুস্বাদু, তা নয়। স্বাদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যও প্রদান করে গাজরের হালুয়া। অবাক হচ্ছেন? হ্যাঁ, মিষ্টি জাতীয় খাবার খেয়েও স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা যায়। আর সেখানে যদি গাজরের হালুয়া হয়, তাহলে উপকার মিলবে গুণে গুণে। গাজরে প্রচুর পরিমাণে বিটা-ক্যারোটিন রয়েছে, যা ভিটামিন এ-এর উত। পাশাপাশি এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। চোখ, ত্বক ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেয় গাজর। শীতে সংক্রমণের হাত থেকে নিজেকে দূরে রাখতে গাজর ভীষণ উপকারী। এছাড়া, গাজরের হালুয়া তৈরিতে ঘি ব্যবহার করা হয়, যা অন্ত্রের স্বাস্থ্য ও শরীরে ব্যথা-যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে। আর হালুয়াতে দুধ ব্যবহার করা হয়, যা শরীরে ক্যালশিয়াম সহ নানা পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করে। গাজরের হালুয়া খেয়ে আপনি ওজনও কমিয়ে ফেলতে পারেন। কারণ এতে রয়েছে ফাইবার। এমনকী কমিয়ে ফেলতে পারেন ক্যানসারের ঝুঁকি। কিন্তু আপনি যদি গাজরের হালুয়াতে চিনি ব্যবহার করেন, তাহলে এই সব উপকারিতা জলে যাবে। চিনি শরীরের জন্য বিষ। এবার আপনার মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, চিনি ছাড়া গাজরের হালুয়া বানাবেন কীভাবে। এরও স্বাস্থ্যকর সমাধান রয়েছে আমাদের কাছে। চিনি বাদ দিয়ে গাজরের হালুয়া তৈরিতে গুড় ব্যবহার করুন। গুড় দিয়ে কীভাবে গাজরের হালুয়া রাঁধবেন, দেখে নিন গাজরের হালুয়া তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ: ৫০০ গ্রাম গাজর, ১/২ লিটার দুধ, ৬০ গ্রাম ঘি, ১/২ চা চামচ দারুচিনির গুঁড়ো, ২টো ছোট এলাচ, ১০০ গ্রাম গুড়, ১৫০ গ্রাম খোয়া, এক মুঠো কাজু ও কিশমিশ। গাজরের হালুয়া তৈরি করার সহজ পদ্ধতি গাজরগুলো ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। এবার কুচি কুচি করে কাটতে পারেন। তবে গ্রেট করলে গাজরের হালুয়া সবচেয়ে ভাল হয়। গাজর কুচিয়ে ফেলার পর জল ছড়িয়ে নেবেন। এবার একটি সসপ্যানে দুধ গরম বসান। দুধে এলাচ থেঁতো করে ফেলে দিন। দুধ জ্বাল দেওয়া হলে এতে কুচিয়ে রাখা গাজরটা দিয়ে দিন। খেয়াল রাখুন যাতে দুধ অতিরিক্ত ঘন না হয়ে যায়। এবার এতে গুড় মিশিয়ে দিন। ছোট একটি কড়াইতে ঘি গরম করুন। এতে দারচিনি গুঁড়ো দিয়ে দিন। এরপর এতে খোয়া কুচিয়ে দিয়ে দিন। এবার এটা দুধ ও গাজরের মিশ্রণে দিয়ে দিন। ঘন না হওয়া অবধি ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। উপর দিয়ে কাজু, কিশমিশ, আমন্ড ছড়িয়ে দিন।

পাতলা মাটনের ঝোল

সুস্থ থাকতে রেডমিট এড়িয়ে যেতে পারলেই ভাল। কারণ এর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ক্যালোরি। এই ক্যালোরি পুরোপুরি জমা হয় ধমনীতে। আর এর ফলে হার্টের সমস্যা আসে। থেকে যায় হার্ট ফেলিওয়ের সম্ভাবনাও। এছাড়াও নিয়মিত ভাবে মাটন খেলে একাধিক রোগ সমস্যাও জাঁকিয়ে বসে শরীরে। আর তাই মাটন এড়িয়ে যেতে পারলেই সবচাইতে ভাল।

তবে এর স্বাদের জন্য অধিকাংশ জন মাটনের লোভ এড়াতে পারেন না। মাটন বিরিয়ানি, রেজালা, টিক্কা, কাবাব, রোল এসব চলতেই থাকে। আজ থেকে ৩০ বছর আগে রবিবার মানেই বাঙালির বাড়িতে ধরাবাঁধা ছিল খাসির ঝোল। গরম ভাত, পাতিলেবু আর আলু দেওয়া ধোঁওয়া ওঠা মাটনের স্বাদই ছিল আলাদা। চিকেনকে অনেকেই মাংস হিসেবে গণ্য করতেন না। যদিও বর্তমানে এই ভাবনায় এসেছে বদল। মটনের পরিবর্তে জিভ বেশি অভ্যস্ত হয়েছে চিকেনেই।

মাটন খেলে পরিমাণে খেতে হবে। সপ্তাহে একদিন খেলেও ছোট ২ পিসের বেশি নয়। আর এই শীতকালে ঠাণ্ডা লাগা, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া এই সব সমস্যা লেগেই থাকে। নাক দিয়ে জল পড়া, সর্দি, কাশি ঠেকাতে খুব ভাল ওষুধ হল মাটনের ঝোল। তেল মশলা ছাড়া একেবারে হালকা-পাতলা ঝোল বানিয়ে নিন এই ভাবে। যা কিছু লাগছে মাটনের ঝোল বানাতে ছোট মাটনের টুকরো- ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম,সাদা তেল- এক চামচ,আদা কুচি- হাফ চামচ, রসুন- ১০ কোয়া, গোটা গরম মশলা, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, যেভাবে বানাবেন মাটনের টুকরো খুব ভাল করে ধুয়ে নিন। প্রেসারে এক চামচ সাদা তেল দিয়ে ওর মধ্যে লবঙ্গ, এলাচ, স্টার অ্যানিস, গোলমরিচ, তেজপাতা দিয়ে একবাটি পেঁয়াজের স্লাইস মিশিয়ে দিতে হবে। এবার পেঁয়াজে বাদামী রং ধরলে মাটনের টুকরো মিশিয়ে দিন। ধনেপাতা, রসুন আর আদা একসঙ্গে বেটে নিয়ে মিশিয়ে নিন। স্বাদমতো নুন, হলুদ, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, গরম মশলাগুঁড়ো আর লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে কষাতে থাকুন। ২ গ্লাস মেপে জল দিন। এতে মাটন সিদ্ধ হয়ে যাবে। ফুটে উঠলে উপর থেকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে মাটনের এই ঝোল খেতে খুব ভাল লাগে। আদা, রসুন আর গোলমরিচ ব্যবহার করায় তা শরীরের জন্য উপকারী।

অরেঞ্জ চিকেন

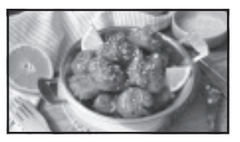

বঙ্গে এখন হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। শীতের এই আমেজ উপভোগ করছেন নিশ্চয়ই। পারদ কমলেও মিঠে রোদে পিঠে দিয়ে বসতেও ভাল লাগছে। তার সঙ্গে রয়েছে কমলালেবুর সুবাস। শীত মানেই বাজারভর্তি কমলালেবু। কিন্তু সমস্যা হল, অনেক সময়ই এই কমলালেবুর স্বাদ টক হয়। সেটা খাওয়া যায় না। কিন্তু দাম দিয়ে ফল কেনার পর সেটা ফেলা দিতেও মন চায় না।

তবে, কমলালেবু দিয়ে নানা ধরনের পদ রেঁধে নেওয়া যায়। নতুন বছরের শুরুতে কমলালেবু দিয়ে নতুন কোনও পদ তৈরির চিন্তাভাবনা করেছেন কি?

রবিবারের দুপুরে আপনি কমলালেবু দিয়ে চিকেন রেঁধে নিতে পারেন। মধ্যবিত্তের রবিবারের ভূরিভোজে মাংসের একটা পদ থাকেই। কিন্তু নিয়মিত চিকেন কারি খেতে কারও ভাল লাগে না। এখন যেহেতু শীতের মরশুম আর হেঁশেলে টক কমলালেবুগুলো পরে পরে পচে যাচ্ছে, তাহলে বুদ্ধি কাজে লাগান। এই সুযোগে অরেঞ্জ চিকেন বানিয়ে নিন। এই পদ খেতেও হবে অন্যরকম। আর রান্নাতেও বেশি ঝক্কি নেই। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক অরেঞ্জ চিকেনের সহজ রেসিপি। অরেঞ্জ চিকেন তৈরি করার পদ্ধতি:

একটা বড় কাপে ২ চামচ কমলালেবু রস, ২ চামচ পাতিলেবুর রস, ১ চা চামচ কমলালেবুর খোসার কুচি বা জেস্ট, ১/৩ কাপ রাইস ওয়াইন ভিনিগার, ১ চামচ তিলের তেল, ১ চামচ রসুন ও কাঁচা লঙ্কা বাটা, ৪-৫টা লাল লঙ্কা কুচি কুচি করে কাটা, ১ ইঞ্চি আদা সরু করে কাটা, ১ চামচ সোয়া সস, স্বাদ অনুযায়ী নুন ও গোল মরিচ নিন। উপকরণগুলো ভাল করে মিশিয়ে নিন। এই সসটা আলাদা করে রাখুন।

২ টেবল চামচ কর্ন ফ্লাওয়ার, ১ টেবল চামচ সয়া সস, নুন ও গোলমরিচ দিয়ে চিকেন ম্যারিনেড করে রাখুন। মিনিট ৩০ রাখলেই হবে। এবার সামান্য সাদা তেল গরম করে তাতে চিকেনের টুকরোগুলো ভেজে নিন। চিকেনটা তুলে নিয়ে ওই তেলেই কমলালেবুর রস দিয়ে বানানো সসটা ঢেলে দিন।

সস ফুটতে শুরু করলে এতে ২ টেবিল চামচ কর্নস্টার্চ জলে গুলে ওই মিশ্রণে ঢেলে দিন। এতে সস ঘন হয়ে গ্রেভি তৈরি হয়ে যাবে। এবার এতে ভেজে রাখা চিকেনটা দিয়ে দিন। সসের সঙ্গে চিকেনটা ভাল করে মিশিয়ে নেবেন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে এবং মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। তৈরি অরেঞ্জ চিকেন। উপর দিয়ে স্প্রিং অনিয়ন কুচিয়ে ছড়িয়ে দিন। ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন চাইনিজ স্টাইলে তৈরি এই পদ।

বুধবার আগরতলায় কৃষিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এক দিবসীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

এমজিএনআরইজিএ-র প্রকল্পকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তন অধিবেশনের আয়োজন

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের পৌরোহিত্যে আজ মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (এমজিএনআরইজিএ)-কে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে একটি বিস্তৃত প্রেক্ষাপট নিয়ে চিন্তন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চৌহান এমজিএনআরইজিএ এর কর্মী এবং সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং প্রায় ২০টি রাজ্যের আধিকারিক, জেলা, ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী কমলেশ পাসোয়ান এবং ডঃ চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি, গ্রামোন্নয়ন সচিব শৈলেশ কুমার সিং, অতিরিক্ত সচিব টি কে অনিল কুমার, যুগ্ম সচিব রোহিণী আর ভাজিভকারে এবং মন্ত্রকের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এবং বিভিন্ন রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং সুশীল সমাজের সংগঠনগুলির অন্যান্য অংশীদাররা এই অধিবেশনে অংশ নেন।

প্রতিনিধিরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্প সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, এমজিএনআরইজিএ আমাদের ভাই ও বোনেদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। জীবনযাত্রার মান আরও উন্নত করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চৌহান বলেন, এমজিএনআরইজিএ শুধুমাত্র একটি প্রকল্প নয়, গ্রামীণ ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে স্থিতিশীলতা ও ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কোভিডের সময়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গৃহীত পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে এমজিএনআরইজিএ দরিদ্রদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ এক ব্যবস্থা হয়ে উঠে। কারখানা বন্ধ হওয়ার ফলে এমজিএনআরইজিএ-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবিকা অর্জন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এমজিএনআরইজিএ-র জন্য বিপুল অর্থ প্রদান করে, যা সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে তা পূরণ করতে হবে।

চৌহান আরও বলেন, যখন আমরা কোনও পরিকল্পনা করি, তখন আমরা কেবল আধিকারিকদের সঙ্গে বসেই কাজ করি না, বরং সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই কাজ করি, যাতে তা যতটা সম্ভব কার্যকর করা যায়। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও কৃষক, মহিলা এবং অন্যান্য শ্রেণীর জন্য তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং পরামর্শ নিয়ে প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। তাদের সঙ্গে আলোচনা না করলে আমরা সঠিক প্রতিক্রিয়া পাব না। যাঁরা কাজ করছেন এবং পর্যবেক্ষণ করছেন, তাঁরা আমাদের আরও ভালোভাবে বলতে পারেন যে, তৃণমূল স্তরে সমস্যাগুলো কোথায় এবং আরও ভালোভাবে কী কি করা যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চৌহান আরও বলেন, এমজিএনআরইজিএ একটি বৃহৎ প্রকল্প যার ফল সুবিধাভোগীরা পাচ্ছেন। প্রযুক্তির মাধ্যমেও এর উন্নতি হয়েছে, অনেক ভালো কাজ হয়েছে, কিন্তু তবুও কিছু অভিযোগ সামনে আসে, যার সমাধান করা দরকার। এই সুযোগ আমাদের গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নের জন্য আমাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করার সুযোগ করে দিয়েছে। এই আলোচনা আমাদের গ্রামীণ ভারতের ক্ষমতায়ন এবং এই প্রকল্পের উন্নতির জন্য একটি অর্থবহ উদ্যোগ।

আজকের আলোচনাটি নতুন পরামর্শ দেওয়ার এবং এই প্রকল্পকে আরও কার্যকর করার জন্য একটি দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করার সুযোগ করে দিয়েছে। অধিবেশনে সময়মতো মজুরি প্রদান, নীচের স্তরের পরিকল্পনা, প্রকল্পের আওতায় অধিকার ও অধিকার, প্রযুক্তির ব্যবহার, জব কার্ড সম্পর্কিত বিষয়, কাজের মান ও পর্যবেক্ষণ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী চৌহান সমস্ত অংশীদারদের মূল্যবান অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আলোচনার সময় প্রাপ্ত পরামর্শগুলি এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পটিকে আরও উন্নত করার জন্য কার্যকর হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০২৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত অর্থাৎ অমৃতকালের পরিকল্পনার সঙ্গে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে যুক্ত করার জন্য মন্ত্রকের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হল এদিনের উচ্চতর ভাবনাচিন্তার অধিবেশন। এই অধিবেশনে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, ওড়িশা, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, মেঘালয়, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের আধিকারিক ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

এমজিএনআরইজিএ কোটি কোটি শ্রমিকের কর্মসংস্থান দিয়েছে:

এমজিএনআরইজিএ-র মাধ্যমে চলতি অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় ৫ কোটি পরিবারের ৬ কোটি ৬ লক্ষেরও বেশি শ্রমিককে কর্মসংস্থান দেওয়া হয়েছে। এমজিএনআবইজিএ-ব অর্ধেকেরও বেশি সুবিধাভোগী হলেন মহিলা, যা নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। মহিলাদের পাশাপাশি এমজিএনআরইজিএ সমাজের প্রান্তিক শ্রেণী যেমন তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ উপকৃত হয়েছে। এর ফলে উৎসাহিত হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশ এর নীতি। যা আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্থায়ী গ্রামীণ পরিকাঠামো নির্মাণ-এমজিএনআরইজিএ-র আওতায় শুধু কর্মসংস্থানই নয়, স্থায়ী গ্রামীণ পরিকাঠামোও তৈরি হয়েছে। এর আওতায় দরিদ্র পরিবার ও সম্প্রদায়ের জন্য পরিকাঠামো, সামাজিক উন্নয়ন এবং কৃষি উদ্যোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন সুস্থায়ী ও উৎপাদনশীল সম্পদ নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে।

এমজিএনআরইজিএ-র আওতায় ৯ কোটি ৩৯ লক্ষ সম্পদের নির্মাণ করা হয়েছে এবং চলতি বছরে ৬৩ লক্ষ ৪০ হাজার দীর্ঘস্থায়ী ও উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে।

রায়গঞ্জে তৃণমূলের মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যের গাড়ি থামিয়ে লুটপাট

উত্তর দিনাজপুর, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত পানিশালা বাজার সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার রাতে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের গাড়ি থামিয়ে লুটপাট করে দুষ্কৃতীরা। পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গেলে ডাকাতরা তাঁকে মারধর করে। জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রায়গঞ্জ ব্লকের বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সদস্য আসলামা খাতুন তার পরিবারের সঙ্গে চার চাকার গাড়িতে করে আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। সেইসময় হঠাৎ কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁদের পথ আটকে লুটপাট করে। পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী আশরু মহম্মদ প্রতিবাদ করলে তাঁকে মারধর করা হয়। তাঁদের কাছে থাকা স্বর্ণালঙ্কার সব লুট করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

এদিকে এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী। তিনি বলেন, "দুষ্কৃতীরা জানত যে আমি সবসময় সোনার গয়না পরে থাকি। সেজন্য ষড়যন্ত্র করে এই ছিনতাই করা হয়েছে।" পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গুরু ঘাসীদাসের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ছত্তিশগড় বিধানসভায়

রায়পুর, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): 'সতনাম পন্থ'---এর প্রতিষ্ঠাতা সাধক গুরু ঘাসীদাসের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলো ছত্তিশগড় বিধানসভায়। বুধবার বিধানসভার সচিব দীনেশ শর্মা ছত্তিশগড় বিধানসভার সেন্ট্রাল হলে তাঁর ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

জানা গেছে, বিধানসভা সচিবালয়ের ঊর্ধতন আধিকারিকরাও 'সতনাম পন্থ' এর প্রতিষ্ঠাতা গুরু ঘাসীদাসের জন্মজয়ন্তীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।

ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে ডাল লেক, শ্রীনগরের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচেই

শ্রীনগর, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে জম্মু ও কাশ্মীর। ঠান্ডায় রীতিমতো জমে যাচ্ছে শ্রীনগরের ডাল লেক, বুধবার সকালে দেখা যায় ডাল লেকের জলে বরফের হালকা আস্তরণ জমে গিয়েছে। বুধবারও শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচেই। বুধবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভূস্বর্গের সর্বত্রই বুধবার হাড়কাঁপানো ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। শ্রীনগর, গুলমার্গ, পহেলগাম-সহ কাশ্মীরের নানা স্থানেই হিমাঙ্কের অনেকটাই নীচে নেমে গিয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। তবে, ২১-২২ ডিসেম্বর উঁচু পাহাড়ে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

স্বপ্ন থেকে ভবিতব্য : অন্তর্ভুক্তি এবং ঐতিহ্যকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে দিব্য কলা মেলা ২০২৪

সন্তোষ কুমার ও সরলা মীনা

যারা সৃজনশীলতাকে ব্যবহার করে নিজেকে এবং তাদের সমাজকে উচ্চতর অবস্থানে নিয়ে আসে এমন ব্যক্তিদের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনীতে সমন্বিত হয় শিল্প এবং ক্ষমতায়ন। ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প থেকে শুরু করে উদ্ভাবনী শৈল্পিক অভিব্যক্তি - সকল রকমের এই আখ্যানগুলি স্থানীয় শিল্প এবং অন্তর্ভুক্তির রূপান্তরকারী শক্তিকে তুলে ধরে, স্থিতিস্থাপকতা, ক্ষমতায়ন এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণকেও উৎসাহিত করে।

এবারের দিব্য কলা মেলা এই কাহিনীগুলোর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মঞ্চ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিভাবান শিল্পীদের কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরে এবং প্রশস্ত করে যারা চেনা বাধাগুলোকে ভেঙেচুরে এগিয়ে যান এবং সম্ভাবনাসমূহকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে। এই অনন্য উদ্যোগটি দিব্যাঙ্গজনদের কেবল তাদের দক্ষতা এবং উদ্যোগকে তুলে ধরার সুযোগই দেয় না বরং ভারতের সমৃদ্ধ স্থানীয় শিল্প, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উদ্যোগটি কারিগরদের শক্তিশালী এবং অনুপ্রেরণামূলক গল্পগুলির একটি বিন্যাস তুলে ধরে যারা তাদের নিজস্ব ভাগ্যের স্থপতি হতে বিশ্বাস করে ও তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের যাত্রাকে উপযুক্ত রূপ দেয়।

হরিশ আইয়ার এবং তাঁর স্ত্রী প্রিয়া উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন নিজেদের যে কীভাবে ঐতিহ্যবাহী রন্ধনসম্পর্কীয় অনুশীলন অসাধারণ কিছু তৈরি করতে উদ্যোক্তাদের সাথে একত্রিত হয়ে উঠতে পারে। কেরালায় ঘরে তৈরি ঐতিহ্যবাহী স্ন্যাকস তৈরির একটি ছোট আকারের উদ্যোগ দিয়ে শুরু করে, এই দম্পতি দশ বছর ধরে একটি সমৃদ্ধ ব্যবসার পত্তন করেছে। কলার চিপস এবং কাঁঠালের চিপসের মতো তাদের অফারগুলি কেবল স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকিংকে উৎসাহ প্রদান করেনি, কেরালার সমৃদ্ধ রন্ধনসম্পর্কীয় ঐতিহ্যকেও তুলে ধরেছে। দিব্য কলা মেলায় অংশ নেওয়া হরিশ এবং প্রিয়াকে তাদের রন্ধনসম্পর্কীয় দক্ষতা প্রদর্শন এবং বিভিন্ন দর্শকদের সাথে কেরালার খাঁটি আস্বাদন ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করেছে।

হরিশ আইয়ার এবং তাঁর স্ত্রী প্রিয়া দিল্লিতে, আইডিইএর সাথে যুক্ত একজন দিব্যাঙ্গ ব্যবসায়ী হিনালি হাতে বোনা স্থানীয় পোশাকের প্রতি তার আবেগকে একটি সফল ব্যবসায় পরিণত করেছেন। স্বাধীনতার দিকে তার যাত্রা দিব্যা কলা মেলার মতো প্ল্যাটফর্মের রূপান্তরকারী শক্তিকে প্রতিফলিত করে। হিনালি তার নৈপুণ্যকে শানিত করতে এবং তার সুন্দর হাতে বোনা পোশাকগুলি বিস্তৃত দর্শকদের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তিনি তুলে ধরেছেন যে কীভাবে দিব্য কলা মেলা শিল্প এবং শিল্পী উভয়ের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে, এটি নিশ্চিত করেছেন যে দিব্যাঙ্গজনরাও তাদের প্রাপ্য স্বীকৃতি পান।

শিল্প সবচেয়ে অপ্রচলিত ক্যানভাসে তার প্রকাশকে খুঁজে পায় এবং আরভ মহাজনের কাছে এই ক্যানভাসটি একটি পদচারণা স্বরূপ। ডাউন সিনড্রোম রোগে ভুক্তভোগী আরভ সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে অসাধারণ সৃজনশীলতার সাথে চিত্রকলার প্রতি তাঁর ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করেছেন। ফুট মি আপ দ্বারা সমর্থিত, আরভ হাতে আঁকা জুতা, টুপি এবং অন্যান্য আইটেমগুলি কাস্টমাইজ করে যা অদ্ভুত, ফ্যাশনেবল এবং অনন্য। দিব্য কলা মেলায় তাঁর লাইভ জুতো-পেইন্টিং পারফরম্যান্স ইতিবাচক রূপকল্পকে তুলে ধরেছে এবং দর্শকদের মোহিত করে রাখতে চমৎকার শৈল্পিক আকর্ষণ মেলে ধরেছেন। তাঁর এই কাজ কেবল তাঁর ব্যতিক্রমী প্রতিভাকেই তুলে ধরেনি, অক্ষমতার আশেপাশের সামাজিক বদ্ধমূল ধারণাকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। আরাভের গল্প অন্যদেরকে তাদের আবেগ অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে, তা চ্যালেঞ্জ যাই হোক না কেন।

নয়াদিল্লির আইকনিক ইন্ডিয়া গেটে ১২ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ২২ তম দিব্য কলা মেলা উদযাপিত উদযাপিত হচ্ছে, যেখানে সারা দেশ থেকে দিব্যাঙ্গ কারিগর, উদ্যোগী এবং শিল্পীদের অসাধারণ প্রতিভা, সৃজনশীলতা এবং উদ্যোগীদের ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শিত হয়েছে। ২০২২ সালে শুরু হওয়ার পর থেকে, দিব্য কলা মেলা মুম্বাই, ভোপাল এবং বেঙ্গালুরু সহ ২১ টি শহরে তার ক্ষমতায়নের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে । দিল্লিতে এবারের (২০২৪) এর সংস্করণটি তার ২২ তম অধ্যায়। এই উদ্যোগটি সমতার সুযোগকে তুলে ধরে, প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেয়, স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করে এবং সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের রক্ষক হিসাবে দিব্যাঙ্গজনদের ক্ষমতায়নেই ছবি তুলে ধরে। হিনালি, আরাভ এবং হরিশের মতো অনুপ্রেরণামূলক কাহিনীর মাধ্যমে এই মেলা অন্তর্ভুক্তির এক রূপান্তরকারী শক্তিকে তুলে ধরেছে এবং ক্ষমতায়নকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে।

"ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং ড্রাইভ"-এর সূচনা

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার নয়াদিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়ামে "ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং ড্রাইভ '-এর সূচনা হয়। এই "ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং অভিযান আগামী দিনে স্বাস্থ্যকর ও সবুজ ভারত গঠনের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী রক্ষা নিখিল খাডসে, সাংসদ তেজস্বী সূর্য্য, অভিজাত ক্রীড়াবিদ, প্যারিস প্যারালিম্পিকের ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী সিমরন শর্মা, কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ এর স্বর্ণপদক বিজয়ী নিতু ঘাংহাস এবং এশিয়ান গেমস ২০২২ এর ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী প্রীতি পাওয়ার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সাইক্লিং'কে পরিবহনের একটি স্বাস্থ্যকর মাধ্যম হিসাবে প্রসার করার লক্ষ্যে জাতীয় স্টেডিয়াম থেকে রাইসিনা পাহাড় এবং সেখান থেকে আবার স্টেডিয়াম পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার সাইকেল যাত্রায় প্রায় ৫০০ জন সাইকেল আরোহী যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে ডঃ মান্ডভিয়া বলেন, '২০৪৭ সালে যখন আমরা স্বাধীনতার ১০০ বছর উদযাপন করব, সাথে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে।'

সাইক্লিংয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, 'আমরা "ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং মঙ্গলবার" হিসাবে এই ইভেন্টটি চালু করেছি। তবে সাইক্লিং উতাহীদের সুবিধার জন্য এটি এখন রবিবারে পরিচালিত হবে এবং এখন এটিকে "সাইকেলে রবিবার" নাম দেওয়া হবে। চিকিৎসক, সাংবাদিক, শিক্ষক, ব্যাবসায়ী এবং যুবকরা রবিবার শুধু নয়াদিল্লিতেই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এক ঘন্টা ব্যাপী সাইকেল যাত্রায় যোগ দেবেন। সাইকেল চালানো পরিবেশকে দূষনের হাত থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি পরিবেশের স্থায়িত্বেও বিশাল অবদান রাখে।

সাইক্লিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (সিএফআই), মাই ভারত এবং বিভিন্ন ক্রীড়া কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট সারা দেশে এক হাজারেরও বেশি স্থানে একযোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সাইক্লিং ইভেন্টগুলি স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক কেন্দ্র, ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স (এনসিওই) এবং সারা দেশের খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্রগুলিতে (কেআইসি) একযোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ৫০ হাজারেরও বেশি লোক অংশ নেন।

রোহতকে দুইবারের প্যারালিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী সুমিত আন্তিল, এনসিওই গান্ধীনগরে প্যারিস প্যারালিম্পিকের স্বর্ণপদক বিজয়ী নবদীপ, প্রাক্তন ভারতীয় মহিলা দলের হকি অধিনায়ক রানি রামপাল, অলিম্পিয়ান শটপুটার তাজিন্দর পাল সিং টুর এবং এনএসএনআইএস পাতিয়ালায় জ্যাভলিন থ্রোয়ার অনু রানী সহ বিখ্যাত ক্রীড়াবিদরা দেশব্যাপী সাইক্লিং অভিযানে যোগ দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুবসমাজের পাশাপাশি প্রবীণ নাগরিকরাও উপস্থিত ছিলেন। সাইক্লিং অভিযানে ব্যাপক অংশগ্রহণের বিষয়ে ২০২৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের স্বর্ণপদক বিজয়ী নীতু ঘংঘাস বলেন, 'এটি তরুণ ও প্রবীন উভয়ের জন্য ফিট থাকার একটি প্রধান প্ল্যাটফর্ম এবং ভারতকে দূষণমুক্ত রাখতেও অবদান রাখবে। সফরের সময় আমি মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলাম এবং তিনি দেশে ক্রীড়ার জন্য যা করছেন তাতে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি'।

অনলাইন নিরাপত্তার প্রসারে সরকার সাইবার দোস্ত প্রচারাভিযানে উদ্যোগ নিয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : ভারতের সংবিধানের সপ্তম তফসিল অনুযায়ী "পুলিশ" এবং "জনশৃঙ্খলা" রাজ্যের বিষয়। রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি প্রাথমিকভাবে তাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে সাইবার-অপরাধ সহ অনান্য অপরাধের প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ, তদন্ত এবং বিচারের জন্য দায়বদ্ধ। অনলাইন নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং সাইবার অপরাধের সঙ্গে ব্যাপক ও সমন্বিত পদ্ধতিতে মোকাবিলা করতে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

দেশে সব ধরনের সাইবার অপরাধ ব্যাপকভাবে মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি সংযুক্ত কার্যালয় হিসেবে "ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার" গঠন করেছে। আই ফোর সি এর অংশ হিসাবে জাতীয় সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই পোর্টাল জনসাধারণকে মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সাইবার-অপরাধের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত ধরণের সাইবার-অপরাধ সম্পর্কিত ঘটনা নথিভুক্ত করতে সাহায্য করে। এই পোর্টালে দায়ের করা সাইবার-অপরাধের ঘটনা, তাদের এফআইআরে রূপান্তর এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির দ্বারা আইনের বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়। আর্থিক জালিয়াতির তাতণিক রিপোর্টিং এবং প্রতারকদের দ্বারা অর্থের অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য আই ফোর সি-র অধীনে ২০২১ সালে "সিটিজেন ফিনান্সিয়াল সাইবার ফ্রড রিপোর্টিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" চালু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৯.৯৪ লক্ষেরও বেশি অভিযোগের ঘটনায় ৩,৪৩১ কোটি টাকা সাশ্রয় করতে সক্ষম হয়েছে।

সাইবার অপরাধের শিকারদের সহায়তার জন্য সরকারের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ২০২০ সালে একটি টোল-ফ্রি জাতীয় সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন নম্বর ১৯৩০ চালু করা হয়েছে। এই হেল্পলাইনটি সারা বছর সব দিন চালু থাকে এবং কীভাবে ভুক্তভোগীরা, বিশেষত মহিলা ও শিশুরা অনলাইনে হয়রানি, পরিচয় চুরি বা আর্থিক জালিয়াতির মতো সাইবার অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারে সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে। আই ফোর সি ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক/বিভাগের ৭,৩৩০ জন আধিকারিককে স্বাস্থ্যকর সাইবার জগৎ নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আই ফোর সি যথাক্রমে ৪০,১৫১ জন এনসিসি ক্যাডেট এবং ৫৩,০২২ জন এনএসএস ক্যাডেটকে সাইবার হাইজিন প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ২০২৪ সালের ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ৬.৬৯ লক্ষের বেশি সিম কার্ড এবং ১,৩২,০০০ আইএমইআই ব্লক করা হয়েছে বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

সাইবার অপরাধ তদন্ত, ফরেনসিক, প্রসিকিউশন ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির উপর অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে পুলিশ অফিসার/বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য "সাইট্রেন" পোর্টাল নামে ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্স (এমওওসি) প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ৯৮,৬৯৮জনেরও বেশি পুলিশ আধিকারিক এই পোর্টালের মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়েছেন এবং ৭৫,৫৯১টিরও বেশি শংসাপত্র জারি করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই প্রকল্পের জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ (সিসিপিডাব্লুসি) প্রকল্পের আওতায়, নির্ভয়া তহবিলের আওতায় রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহকে সাইবার ফরেনসিক-কাম-প্রশিক্ষণ পরীক্ষাগার স্থাপন, জুনিয়র সাইবার পরামর্শদাতা নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের জন্য ১৩১.৬০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ৩৩টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সাইবার ফরেনসিক-সহ-প্রশিক্ষণ পরীক্ষাগার চালু করা হয়েছে এবং ২৪,৬০০-রও বেশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কর্মী, বিচার বিভাগীয় আধিকারিক এবং প্রসিকিউটরদের সাইবার-অপরাধ সচেতনতা, তদন্ত, ফরেনসিক ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, সাইবার অপরাধের মামলাগুলি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) ২০২৩ এবং যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন, ২০১২ (পকসো আইন) এবং তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ (আইটি আইন) এর বিধানের অধীনে পরিচালনা করা হচ্ছে। এই বিধানগুলির লক্ষ্য হল অনলাইনে হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং ডিজিটাল ক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন মিডিয়া চ্যানেলের মাধ্যমে অনলাইন নিরাপত্তা প্রচারের জন্য সাইবার দোস্ত প্রচারাভিযানের মতো উদ্যোগ নিয়েছে। যার মধ্যে এসএমএস, আই ফোর সি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট'র মাধ্যমে বার্তা প্রচার করা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এক্স (পূর্বে টুইটার) (গঙ্খাত্নত্রন্ঙ্গদ্রন্ন্ঠ) ফেসবুক (ঙ্খাত্নত্রন্ঙ্গদ্রন্ন্ঠজ্জ৪ঙ্খ) ইনস্টাগ্রাম (ঙ্খাত্নত্রন্ঙ্গদ্রন্ন্ঠজ্জ৪ঙ্খ) টেলিগ্রাম (ঙ্খাত্নত্রন্ত্মদ্রন্ন্ঠজ্জ৪ত্ব) ইত্যাদি। তাছাড়া রেডিও প্রচারাভিযান সহ একাধিক মাধ্যমে প্রচারের জন্য এম ওয়াই জিওভি (মাই গভ)-কে নিযুক্ত করা, রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সহযোগিতায় সাইবার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সচেতনতা সপ্তাহের আয়োজন, কিশোর-কিশোরী ও শিক্ষার্থীদের জন্য হ্যান্ডবুক প্রকাশ, ডিজিটাল গ্রেপ্তারের কেলেঙ্কারির বিষয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, ডিজিটাল গ্রেপ্তারের বিষয়ে মেট্রো স্টেশনগুলিতে ঘোষণা, রেল স্টেশন এবং বিমানবন্দরগুলিতে ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ নানা ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। পাশাপাশি সাইবার অপরাধীদের অন্যান্য কার্যপদ্ধতি, ডিজিটাল এরেস্ট বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা তৈরী করতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর।

পৌষে কমল ঠান্ডা, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও শীতের আমেজ অব্যাহত

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। চলতি সপ্তাহের শেষে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জায়গাতেও সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুধুমাত্র দার্জিলিং ও কালিম্পঙের পার্বত্য এলাকাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে কোথাও ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা নেই। আগামী কয়েক দিনে রাজ্যের সর্বত্র তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও বুধবারও শহর ও শহরতলিতে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি বেশি।

গত কয়েকদিন ধরে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে জাঁকিয়ে শীত পড়েছিল। সেটা কিছুটা কমজোরি হতে শুরু করেছে। আপাতত কয়েকদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা খানিকটা বাড়বে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়বিদরা। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কিছু স্থানে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এই সময়ে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টি এবং দার্জিলিংয়ের উঁচু এলাকায় তুষারপাত হতে পারে।

আগামী রবিবারের পর ফের জাঁকিয়ে শীত ফিরে আসবে এমনটাই আশা করছেন আবহাওয়াবিদরা। বড়দিনের সপ্তাহে ফের কনকনে ঠান্ডা থাকবে। এমন সম্ভাবনাই রয়েছে।

কাঠুয়ায় বাড়িতে আগুন লেগে মৃত্যু দুই শিশু-সহ ৬ জনের, জখম ৪ জন

কাঠুয়া, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় একটি বাড়িতে আগুন লেগে প্রাণ হারালেন ৬ জন। এই অগ্নিকাণ্ডে জখম হয়েছেন ৪ জন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে দু"টি শিশু রয়েছে। বুধবার ভোররাতে কাঠুয়ার শিব নগর এলাকার একটি বাড়িতে আগুন লাগে। উদ্ধারকাজের সময় একজন প্রতিবেশীও হয়েছেন। প্রাথমিক মনে করা হচ্ছে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার কাঠুয়া জিএমসি-র অধ্যক্ষ এস কে অত্রি বলেছেন, 'একজন অবসরপ্রাপ্ত সহকারী ম্যাট্রনের ভাড়া বাড়িতে আগুন লেগেছে। ১০ জনের মধ্যে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৪ জন আহত হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, শ্বাসরোধে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।' ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ বাড়িতে আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। ১০ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু ৬ জনকে প্রাণে বাঁচাতে পারেননি চিকিৎসকরা।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহতরা হলেন ভরত ভূষণের মেয়ে গঙ্গা ভগত (১৭), তাঁর ভাই দানিশ ভগত (১৫), অবতার কৃষাণ, তাঁর মেয়ে বরখা রায়না (২৫), তাকাশ রায়না (৩) এবং সন্দীপ কউলের ছেলে অদ্বিক রায়না (৪)। আহতরা হলেন অবতারের স্ত্রী স্বর্ণা (৬১), ভরত ভূষণের স্ত্রী নীতু দাভি (৪০), এস চন্দের ছেলে অরুণ কুমার (১৫) এবং মনসা রামের ছেলে কেওয়াল কৃষাণ।

বক্সনগর চৌধুরি বাজার এলাকায় এক মেগা স্বচ্ছ ভারত অভিযান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৮ ডিসেম্বর: বুধবার সকালে বক্সনগর চৌধুরি বাজার এলাকায় এক মেগা স্বচ্ছ ভারত অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার স্থানীয় বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল কান্তি দাস, রানা দেব, নজরুল ইসলাম এবং বক্সনগর ও কলসীমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপ-প্রধানগণ।
এলাকার বিধায়ক ব্যবসায়ীদের সাফাই অভিযানের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে বলেন, নবনির্বাচিত ব্যবসায়িক কমিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তিনি বলেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। অন্যদিকে হিন্দু শাস্ত্রেও স্বচ্ছতার ব্যাপারে সুন্দরভাবে ধর্মগ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই আমরা সকলে মিলে প্রথমে বাড়ি তারপর পাড়া সর্বোপরি সমাজকে সুস্থ রাখার জন্য স্বচ্ছ ভারত অভিযান একান্ত প্রয়োজন।

পেঁয়াজ, আলু, লঙ্কার আড়ালে বার্মিজ সিগারেট পাচার

আমবাসা, ১৮ ডিসেম্বর : ধর্মনগর থেকে গন্ডাছড়া যাওয়ার পথে আমবাসায় আটক করা হয় এক মাল বোঝাই গাড়ি। ওই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৭০ প্যাকেট। প্যাকেটগুলোতে ২৭ লক্ষ সিগারেট পাওয়া গেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আজ ধলাই জেলার আমবাসা নাকা পয়েন্টে আমবাসা থানা পুলিশ সহ বিএসএফ মিলে এক পেঁয়াজ, আলু, লঙ্কা বোঝাই গাড়ি আটক করেছে। ওই গাড়িতে পণ্য জিনিসগুলির আড়ালে বিদেশ থেকে অবৈধভাবে আমদানি করা বার্মিজ সিগারেট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গোপন খবরের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছেন আজ পুলিশ আধিকারিক। তিনি বলেন, গাড়ির চালককে আটক করে তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।
তিনি আরো জানান, এই বার্মিজ সিগারেট ত্রিপুরা হয়ে বাংলাদেশের দিকে পাচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্যের বাইরে মজুত আলু সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা, হিমঘর মালিকদের উদ্বেগ

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : চলতি বছরে এ রাজ্যে ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপাদন হয়েছে। ৪৭৫টি হিমঘরে তা সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এই মুহূর্তে ছয় লাখ ১০ হাজার মেট্রিক টন মজুত রয়েছে। চলতি ডিসেম্বর মাসের ১৫ পর্যন্ত হিসেব অনুযায়ী, ২ লাখ মেট্রিক টন গত দুই সপ্তাহে খোলা বাজারে বিক্রি তথা মানুষের ব্যবহারের জন্য হিমঘর থেকে বেরিয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যেই সমস্ত আলু যে বাইরে আনা সম্ভব হবে না তা নিয়েই মূলত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল কোল্ড-স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন এর সহ - সভাপতি শুভজিৎ সাহা। মূল তাদের অভিযোগ, ভিন রাজ্যে আলু সরবরাহের দিকে নজর ঘোরাতেই এই বিতর্ক। আলুর দাম বৃদ্ধির জন্য যে সরগরম পরিস্থিতি এবং তা নিয়ে যে বিতর্ক তিন সঠিক নয়। এই মন্তব্য হিমঘলষর মালিকদের। সরকার পক্ষের তরফে ও তা নিয়েও যে সব মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত তার সমালোচনা করেছেন হিমঘর কর্তারা। ইতিমধ্যেই এই শিল্পের অচলাবস্থার পরিবেশ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কাছে হস্তক্ষেপ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব ড. মনোজ পন্থ থেকে শুরু করে কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ”কে। যদিও তা নিয়ে জট খোলে নি। ফলতঃ আলু সরবরাহের নিষেধাজ্ঞার জন্য হিমঘর মালিকদের উদ্বেগ। একদিকে নতুন আলু বাজারে পৌঁছেছে আবার অন্যদিকে, শীতকালীন শাক সবজির উৎপাদিত সামগ্রী চাহিদা মেটাতে হাজির। কাজেই পুরানো আলুর চাহিদাও তুলনামূলক কম। সুতরাং হিমঘরে মজুত এভাবে আটকে রাখা হলে এবং বাইরে সরবরাহ করতে বাধা দানের ফলে পরিস্থিতি আরো জটিলের আশঙ্কা রয়েছে। কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাণীরবাজারে ত্রিপুরেশ্বরী কুম্ভমেলা উপলক্ষে খাদ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: আগামী ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১জানুয়ারি রাণীরবাজারে ত্রিপুরেশ্বরী কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হবে। ৭ দিনব্যাপী এই মেলাকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আজ জিরানীয়া মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মা, জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানীয়া নগরপঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, রাণীরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তিরঞ্জন চাকমা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কমল কৃষ্ণ কলই এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।
প্রস্তুতি সভায় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী ত্রিপুরেশ্বরী কুম্ভমেলাকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সবার সহযোগিতা চেয়েছেন।

দক্ষিণ হাইলাকান্দিতে শিশু অধিকার শিবির

হাইলাকান্দি (অসম), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতীয় কমিশনের (এনসিপিসিআর) উদ্যোগে দক্ষিণ হাইলাকান্দি উন্নয়ন খন্ডে আগামী ২৬ ডিসেম্বর শিশু অধিকার সুনিশ্চিত করা সম্পর্কে এক শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এতে সরকারি বিভাগগুলি থেকে শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত সুনিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রস্তাবিত এই শিবির সম্পর্কে প্রস্তুতি নিতে মঙ্গলবার হাইলাকান্দিতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্য অজয় কুমার দত্তের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় জানানো হয়, ২৬ ডিসেম্বরের শিবিরে জেলায় শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত বকেয়া কোন আবেদন জমা পড়ে থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে নিস্পত্তি করে নিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে জেলার সব বিভাগ থেকে শিবিরে স্টল খোলা হবে। এছাড়া শিবির গুলিতে শিশু অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগও জমা দেওয়া যাবে। আবেদন গুলির সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পত্তিরও ব্যবস্থা থাকবে। রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্য অজয় কুমার দত্ত সামাজিক সুরক্ষার জন্য সরকারি যে ৩৬ টি প্রকল্প রয়েছে, তার সব কয়টি শিশুদের জন্য সুনিশ্চিত করতে সভায় প্রশাসনের সব আধিকারিককে পরামর্শ দেন। তিনি সভায় শিশু অধিকার লঙ্ঘন বা হয়রানি সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকলে তা প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে জমা দিতে জেলাবাসীর প্রতি আবেদন জানান। বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিক এবং অগ্রণী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সবাই অন্যান্যদের মধ্যে জেলা পরিষদের সিইও রণজিৎ কুমার লস্কর এবং এডিসি দীপমালা গোয়ালাও অংশ নেন।

সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার ‘কালীঘাটের কাকু

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): অবশেষে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হলেন কালীঘাটের কাকু অর্থাৎ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। মঙ্গলবার তাঁকে ভারচুয়ালি আদালতে পেশ করার পরই গ্রেফতারের নথি আদালতে পেশ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে ‘কালীঘাটের কাকু’র মামলায় বিচার ভবনের বিচারক মন্তব্য করলেন, বার বার তাঁকে তলব করা হচ্ছে। আদালত তাঁকে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু তিনি হাজিরা দিচ্ছেন না। প্রতি বারই অসুস্থতার কারণ দেখাচ্ছেন। আদালত সব দেখছে। কী ভাবে ‘কাকু’কে হাজির করানো যায়, তা এ বার আদালত বিবেচনা করবে বলে জানান তিনি। এর পর হাই কোর্টেও বড় ধাক্কা খান কালীঘাটের কাকু অর্থাৎ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তাঁর আগাম জামিনের আর্জি খারিজ করে দেয় আদালত। যেহেতু প্রোডাকশান ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে, এর অর্থ সিবিআই তাঁকে গ্রেফতার করেছে। তাই আগাম জামিনের আর্জি গ্রহণযোগ্য নয়। নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় আগেই জামিন পেয়েছেন ‘কাকু’। কিন্তু তিনি প্রেসিডেন্সি জেলেই রয়েছেন। জেলের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁর। সোমবারও ভার্চুয়াল মাধ্যমে তাঁকে আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। সে দিন তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। মঙ্গলবার ‘কাকু’কে বসে হাজিরা দিতে দেখা গিয়েছে। সিবিআই জানিয়েছে, ‘কাকু’ সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হবে। অন্য দিকে, ‘কাকু’র আইনজীবী সব ক্ষেত্রেই তাঁর জামিনের আর্জি জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, তদন্তের স্বার্থে সুজয়কৃষ্ণকে নিজেদের হেফাজতে চাইছে সিবিআই। এদিকে তার তীব্র বিরোধিতা করেন কালীঘাটের কাকুর আইনজীবী।

করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। কিন্তু স্বচ্ছতা বজায় রেখে সবাইকে চাকরি প্রদান করা হয়েছে। তাঁর কথায়, রাজ্যের সমস্ত বেকারদের চাকুরি প্রদান করা সম্ভব নয়। তারপর রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরে নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করছে।
এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে বিনিয়োগকারীদের সাথে কথা চলছে। আগামী দিনে রাজ্যে বেকার সমস্যা আর থাকবে না।

সফল অস্ত্রোপচার টিএমসিতে

● প্রথম পাতার পর

উল্লেখযোগ্য, শিশুটি ১৬ নভেম্বর টিএমসিতে পেডিয়াট্রিক সার্জারি বিভাগে ডাঃ অনিরুদ্ধ বসাকের তত্তাবধানে ভর্তি করে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাবা অনুপ ও মা ত্রিনা দেব বাইরে সি.এম.সিতে নিয়ে যান। সেখান থেকে জানানো হয়েছিল ১২ মাস আগে শিশুর অস্ত্রোপচার করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং তাকে ছুটি দেওয়া হয়। তারপর আগরতলার এসে ২-৩ দিনের মধ্যে বাচ্চাটির শারীরিক অবনতি ঘটে।

অভিযান এর সূচনা হবে

● আটের পাতার পর গল্প।
উনাকোটি জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর বলেন যে, ১১ ই ডিসেম্বর, ২০২৪-এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে একটি প্রস্তুতিমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ফেসবুক ও টুইটারের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের পাশাপাশি সুশাসন ও জন-অভিযোগের সাফল্যের গল্পগুলিও সুশাসন সপ্তাহ পোর্টালে আপলোড করা হয়। বর্তমানে, আমার সরকার পোর্টালে ১১৫ টি, সি. পি. জি. আর. এ. এম-এ ১৩ টি, সি. এম. হেল্পলাইনে ৮টি এবং টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমে ১ টি অভিযোগ নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।
সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এই অভিযোগগুলি ৪র্থ সুশাসন সপ্তাহে সমাধান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও উনাকোটি জেলায় পূর্ববর্তী ১০ দিনে ৪০৩টি পরিষেবা সরবরাহের আবেদন বিতরণ/নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
উনাকোটি জেলার পেচারথল আরডি ব্লকের আন্দরছেড়া এইচ. এস স্কুলে ১৯শে ডিসেম্বর এর বিশেষ প্রশাসনিক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে যার লক্ষ্য হবে জনসাধারণের অভিযোগের সমাধান করা এবং পরিষেবা প্রদানের আবেদনগুলি ত্বরান্বিত করা। ডিডব্লিউএস, স্বাস্থ্য, বন, পিডব্লিউডি, আরডি, বিদ্যুৎ, পুলিশ ইত্যাদি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মতো সমস্ত মূল বিভাগের আধিকারিকরা আমার সরকার পোর্টাল, সিএম-হেলপলাইন পোর্টাল, সিপিজিআরএএম পোর্টাল এবং টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমে বকেয়া অভিযোগগুলির সমাধান করতে উপস্থিত থাকবেন।

বধূবরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: বুধবার প্রতাপগড়ে আগরতলা পুর নিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর জহর দাসের বাড়িতে বধূবরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।
বধূবরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রতাপগড়ে আগরতলা পুর নিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর জওহর দাসের বাড়িতে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।নব দম্পতিকে উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন দুই মন্ত্রী রতন ভৌমিক ও সুধন দাস।
উপস্থিত ছিলেন তিন বিধায়ক রামু দাস ,নয়ন সরকার ও সুদীপ সরকার, গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব নারায়ণ দেব, আগরতলা পুর নিগমের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী, নারী নেত্রী স্বপ্না দত্ত ও আরতী নন্দীসহ অনেকে। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রক্তদাতা তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। বধূবরণের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় ভূয়সি প্রশংসা করেছেন সকলেই।

প্রাথমিক শৈশব যত্ন এবং শিক্ষা, শীর্ষক তিনদিনের খোয়াই জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৮ ডিসেম্বর: বুধবার থেকে খোয়াইয়ে শুরু হয়েছে প্রাথমিক শৈশব যত্ন এবং শিক্ষা, শীর্ষক তিনদিনের খোয়াই জেলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির। প্রাথমিক শৈশব যত্ন এবং শিক্ষা, শির্ষক তিন দিনের খোয়াই জেলা ভিত্তিক ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুর হয় বুধবার। সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয় এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম। খোয়াই জেলার ছয়টি ব্লক এলাকার মোট ৫০ জন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে হচ্ছে এই ট্রেনিং। শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের অধিন যে সমস্ত বিদ্যালয় গুলিতে প্রাক প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সে সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষন ক্ষমতা আরও উন্নত করার উদ্যেশ্যেই এই প্রশিক্ষণ বলে জানান খোয়াই জেলার শিক্ষা আধিকারিক দীনেশ দেববর্মা। তিনি আরও জানান আগামী দিনে রাজ্যের আরও বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের। সেই কারনে আগে থেকেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সক্ষম করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। তিন দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে জেলা শিক্ষা আধিকারিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশ্বজিৎ দেববর্মা, মুঙ্গিয়াকামি বিদ্যালয় পরিদর্শক অশেষ দেববর্মা, খোয়াই জেলা ট্রেইনিং কো অর্ডিনেটর প্রদীপ দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

৫ বছরের সাজা

● প্রথম পাতার পর

চলার পর সাত জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দানের উপর ভিত্তি করে বুধবার ধর্মনগর আদালতের বিচারপতি অংশুমান দেববর্মা অভিযুক্ত হেলাল উদ্দিনকে ৩৮৯ বি ধারায় পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে পাঁচ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা এবং অনাদায়ে আরো ছয় মাসের জেল হেফাজতের আর্দেশ দিয়েছেন। সাথে ৩৮৯ সি ধারায় পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং সাথে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরো ছয় মাসের জেল হাজতের নির্দেশ দেন। আদালতে এই মামলার শুনানি চলাকালীন সময় ৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করা।

গুরুত্বারোপ কৃষিমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

মেরুদণ্ড, ছাত্ররা অস্ত্র এবং শিক্ষকরা মস্তিষ্ক। কৃষকদের জন্য মাটি প্রধান জিনিস। ২৮ বছর আগে এই ধরনের জরিপ করা হয়েছিল এবং এখন, এটি প্রতিটি গ্রাম থেকে মাটি সংগ্রহ করে গোমতি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় করা হচ্ছে। তবে, অন্যান্য জেলাগুলিতেও মাটির জরিপ করা হবে বলে জানান তিনি এবং কৃষি ও উদ্যানপালন বিভাগের কর্মকর্তাদের কৃষকদের সহায়তা দেওয়ার আহ্বান জানান কারণ তারা চাষের অগ্রগতিতে সুসজ্জিত নয়। তিনি কর্মকর্তাদের মনকে আলোকিত করার জন্য গুয়াহাটি, কলকাতা এবং নাগপুরের সম্পদ ব্যক্তিদের দ্বারা আটটি জেলায় অডিও-ভিজ্যুয়াল মোডের মাধ্যমে কর্মশালার আয়োজন করার জন্য পরিচালকদের আহ্বান জানান।
তিনি আরো বলেন, “বর্তমানে ত্রিপুরার মাটির অবস্থা ভালো। বর্তমানে, পাঞ্জাবে ধান উৎপাদনের হার প্রতি হেক্টরে ৪,৩৪০ কেজি এবং ত্রিপুরায় হেক্টর প্রতি ৩,২৯৯ কেজি। আমরা চাই মান পরীক্ষা করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে উৎপাদন বাড়ানো হোক। দক্ষিণ ত্রিপুরা, গোমতি এবং সিপাহীজলা জেলাগুলি ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, ত্রিপুরায় অরুণাচল প্রদেশের পরে আরেকা বাদামে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এবং ত্রিপুরাও জম্মু ও কাশ্মীরের পরে সেম ফালি লিমা মটরশুটি উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।
অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে, আইসিএআর- এনবিএসএস এবং এলইউপি, নাগপুরের ডিরেক্টর ডঃ এনজে পাটিল বলেন, “১:১০,০০০ স্কেলে মাটির উদ্ভাবন নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া প্রথম রাজ্য এটি। আমি রাজ্যকে অভিনন্দন জানাই। ভারত সরকার উপলব্ধি করছে এবং সূচনা করছে, ত্রিপুরা শুরু করেছে। আগামী প্রজন্মে, তারা আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে কারণ জমি এমন একটি জিনিস যা আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছ থেকে ধার করেছি। মাটিকে রক্ষা করতে হবে এবং সুস্থ অবস্থায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। এই উদ্যোগটি আমার জন্য আনন্দদায়ক বিস্ময় ছিল। কিভাবে এই মাটি ব্যবহার এবং অপ্টিমাইজ করতে হবে? কেউ ঐতিহ্যবাহী কৃষিতে লেগে থাকতে চায় না। পূর্ববর্তী রাজ্যগুলিতে অয়েল পামের সম্ভাবনা রয়েছে এবং সরকার সাইট্রাস ফল উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবকিছুই মাটির কার্যকলাপকে প্রভাবিত করবে। বেসলাইন ডেটার ভিত্তিতে, মন্ত্রী এবং সচিবকে কল করতে হবে কারণ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে সবকিছু বদলে যাবে। আপনারা সবাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দারুণ কাজ করছেন। এদিন তিনি ভূগর্ভস্থ জল, টেক্সচার এবং মাটির পি এইচ, ডিজিটাল মাটি ম্যাপিং ইত্যাদির উপর আলোকপাত করেছেন।
মূল বক্তব্যে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ বিভাগের সচিব অপূর্ব রায় বলেন, “এই কৌশলটি বৈজ্ঞানিকভাবে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। এই ধরনের গবেষণা ১৯৯৬ সালে পরিচালিত হয়েছিল। এটি একটি দীর্ঘ সময়। মাটির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব জেলায় করতে হবে। কৃষি ও উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের এটিকে এগিয়ে নিতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে এটি একটি বৈজ্ঞানিক দিকনির্দেশনা হবে।”
এদিন ত্রিপুরার তিনটি জেলায় মাটি জরিপের জন্য একটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষরিত হয়েছে।

রাখতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

স্পেশালিটি বিভাগ চালু করা হয়েছে। ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যে একটি প্রাইভেট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল স্থাপনের বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের চিকিৎসক ও চিকিৎসা পরিষেবার উপর জনগণকে বিশ্বাস রাখতে হবে। পাশাপাশি রোগীদের আস্থা অর্জনেও চিকিৎসকদের ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে পরিষেবা প্রদান করতে হবে।
অনুষ্ঠানে এছাড়াও ভাষন রাখেন আগরতলা গভমেন্ট ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডা) শালু বাই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব রাজীব দত্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, ত্রিপুরা মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকতা ডা. হরপ্রসাদ শর্মা এবং ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসের অধিকর্তা ডা সঞ্জীব দেববর্মা। অনুষ্ঠান মঞ্চে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের বিডিএস কোর্সের পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এমন ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও কলেজের ক্রীড়া সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন খেলায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার স্বরূপ বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাল্যবিবাহের হার মোকাবেলায় মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: বুধবার আগরতলায় ’প্রমোট এ পাবলিক ন্যারেটিভ অন ক্রিজিং দ্য ভ্যালু অফ দ্য গার্ল চাইল্ড’ শীর্ষক একটি মিডিয়া কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
ইউনিসেফের সহযোগিতায় গুয়াহাটি-ভিত্তিক সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পিস স্টাডিজ (সিডিপিএস) দ্বারা রাজ্যে বাল্যবিবাহের উদ্বেগজনক প্রকোপ সম্পর্কে ত্রিপুরার মিডিয়া ভ্রাতৃত্বের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল।
কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন নর্থইস্ট লাইভ-এর প্রধান সম্পাদক ওয়াসবীর হুসেন এবং সিডিপিএস-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, অধ্যাপক যোগেশ প্রতাপ সিং, জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, ত্রিপুরা, প্রণব সরকার, হেডলাইনস ত্রিপুরার সম্পাদক এবং সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি বরিষ্ঠ সাংবাদিক সাঈদ সাজ্জাদ আলী, দেবশ্রী দেবনাথ, এনএলইউ- এর সহকারী অধ্যাপক অনিত্তম ওঝা , এনইএল - এর সহযোগী সম্পাদক এবং ইউনিসেফ এর ভারত প্রতিনিধি পূরবী মালহোত্রা, যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ নন্দা, শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ।
এদিন কর্মশালায় বক্তারা বলেন, ত্রিপুরায় বাল্যবিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ হিসাবে রয়ে গেছে। রাজ্যের ১১.৯ শতাংশ হার জাতীয় গড় থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।বাল্যবিবাহ শৈশবকে নষ্ট করে দেয় এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার উপরেও বিরূপ প্রভাব ফেলে।বাল্যবিবাহের প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বক্তারা উল্লেখ করেছেন যে ভারতে বাল্যবিবাহের প্রবণতা ৪৭(২০০৫-০৬) থেকে ২৭(২০১৫-১৬) এ হ্রাস পেয়েছে। কেন্দ্রীভূত মনিটরিং সিস্টেমের অভাবের কারণে অনেক ঘটনা রেকর্ড করা যায় না ত্রিপুরায়, এমনটাই উঠে আসে কর্মশালা থেকে।সমগ্র রাজ্যের ৩৬ জনেরও বেশি সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন যারা সম্মত হয়েছেন যে কর্মশালাটি একটি চক্ষু উন্মুক্তকারী হিসাবে কাজ করেছে এবং সচেতনতা বাড়াতে এবং কার্য্যকরভাবে সমস্যাটির সমাধান করতে তাদের রিপোর্টিং দক্ষতা উন্নত করতে সহায়তা করবে। কর্মশালাটি বাল্যবিবাহ মোকাবেলায় একটি হাতিয়ার হিসেবে মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেয় যা এই প্রথার উপর ভিত্তি করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং কাঠামোগত কারণগুলিকে সম্বোধন করে।

ইনস্টিটিউটের পরামর্শদাতা বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

আরও সুসংহত করতে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর টিএফটিআই-এর পরামর্শদাতা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করা হয়।

আগুনে পুড়লো বসত ঘর

● প্রথম পাতার পর

পেয়ে আগরতলা থেকে দমকল বাহিনীর দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তাদের প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসলেও ঘরটি বাঁচানো যায়নি। ঘরের ভিতরের সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে গেছে। বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট থেকেই অগ্নিসংযোগ এর ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। দমকল বাহিনী জানিয়েছে ঘরটি শর্ট-সার্কিট হয়ে থাকার কারণে আগুন নেভাতে গিয়েও তাদেরকে হিমশিম খেতে হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ পাঁচ লক্ষাধিক টাকা বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

অব ইন্ডিয়া পুরস্কার

● প্রথম পাতার পর

পেয়েছি। বর্তমানে বেকার সমস্যায় পড়াশোনা করে এদিক ওদিক ছুটা ছুটি করছে। আমি মেসেজ দিতে চাই মাটি আমাদের প্রান। এই মাটিকে আখড়ে বড় হওয়া যায়। এর উদাহরন আমি নিজে।
জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত কৃষক পিন্টু শর্মা আরো বলেন, পড়াশুনার পাশাপাশি কৃষি কাজে মনোনিবেশ করুন। রাজ্য তথা দেশকে একটা সম্মান জায়গায় নিয়ে যান এবং নিজে সম্মানিত হন। কৃষি কাজে যুক্ত থাকার কারনে স্থানীয় কৃষি তত্বাবধায়ক অফিস ও ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সাহায্যে আমি সফল হয়েছি। কৃষি কাজ করে আজ আমার বছরে আয় ১০ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা। যেসব কৃষকের বছরে আয় ১০ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা তারা পায় মিলেনিয়ার ফারমার্স অব ইন্ডিয়া পুরস্কার। আমার আয়ের কারনে আমি এই পুরস্কার পেয়েছি।

মৃত্যু এক ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

ছড়িয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে বাড়ি থেকে টিআর০৮জি৪৯১৩ নম্বরের বাইক নিয়ে ইটভাট্টার উদ্দেশ্য রওয়ানা দিয়েছিলেন গোপাল দেবনাথ(৫৫)। ওই সময় বিলোনীয়া চিত্তামারা পুরান বাজার আসামাত্র টিআর০১এসই১৭৫০ নম্বরের একটি লরি এসে সজোরে ধাক্কা দেয়। ওই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে বাইক চালকের। গোপাল দেবনাথ চিত্তামারা এলাকার একটি ইটভাটাতে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতো। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।পুলিশ ঘাতক মালবাহী গাড়ি সহ গাড়ি চালককে আটক করে বিলোনিয়া থানাতে নিয়ে আসে। গোপাল দেবনাথের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটনা ছড়িয়ে পড়তে এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাজভবন অভিযান

● প্রথম পাতার পর

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আয়োজিত রাজভবন অভিযানের সভায় শাসক দলকে কটাক্ষ করে এই মন্তব্য করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তাঁর দাবি, দুর্নীতি আজ সারা দেশ জুড়ে এক শিল্পের আকার ধারণ করেছে। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের রাজভবন অভিযান আগরতলা সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় এসে শেষ হয় এবং সেখানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে পুলিশের সাথে অভিযানকারীদের ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটেছে বলেও জানা গেছে। কিন্তু কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায় নি।
এদিকে সভায় দলের সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখেন কংগ্রেস দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তিনি বলেন, মণিপুরে দাঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় সরকার যথার্থ ভূমিকা নিচ্ছেন না। ওই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা বদল হলেও, রাষ্ট্রপতি শাসন শুরু হলেও মণিপুরে এই আগুন আর থামবে বলে মনে হচ্ছে না। এটা প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে একটি চিন্তার বিষয়।
তিনি আরো বলেন, বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের একটাই প্রকল্প, সেটা হল ভারত খোদাই প্রকল্প। সারা ভারত জুড়ে মসজিদগুলো খোদাই করার অভিযান চলছে। এটা শুধুমাত্র দেশের ৮০ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের থেকে ভোটের লাভ পাওয়ার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে।
কংগ্রেস বিধায়ক বর্তমান সরকারের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, দুর্নীতি আজ সারা দেশ জুড়ে এক শিল্পের আকার ধারণ করেছে। রাজ্য তথা দেশ জুড়ে বিজেপির সকল নেতা শুধু পয়সা উপার্জনের জন্য রাজনীতি করছে, কিন্তু কংগ্রেস দল এই ধরনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, রাজনীতিতে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত তিনি কোনো দুর্নীতির সাথে জড়িত হননি। তাই সিবিআই অথবা ইনকাম টেক্স তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না।
তিনি তিপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আর কতদিন বোকা বনে থাকবেন আপনারা। শাসক দল শুধু ভোট পাওয়ার লোভে তিপ্রাসাদের সাথে রেখেছে। মৌ সাক্ষরের মেয়াদ সেপ্টেম্বরে শেষ হয়ে গেলেও এখনো শিকার তিপ্রাসাদের জন্য কোনো পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি।

ক্রীড়াঙ্গন

সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিব্যাঙ্গজনরা নিজেদের প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় রাখছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: দিব্যাঙ্গজনরা অন্যদের থেকে কোনও অংশেই কম নয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিব্যাঙ্গজনরা নিজেদের প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় রাখছে। আজ আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে দু''দিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস-২০২৪-এর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। আর্নজাতিক দিব্যাঙ্গজন দিবস ২০২৪ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর যৌথভাবে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস-এর আয়োজন করেছে। এই প্যারা গেমস আগামী ১৯ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চলবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ধরণের খেলাধুলার আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিব্যাঙ্গজনদের মানসিক বিকাশের পাশাপাশি দেহ ও মনের সুস্থতা বাড়ায়। খেলাধুলার মাধ্যমে শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যাবসায়, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ এবং দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। তিনি বলেন, এই খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমসে দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেট, দাবা, ক্যারম, ফুটবল ইত্যাদি বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান সরকার দিব্যাঙ্গজনদের সার্বিক সুবিধা ও সহয়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ, সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস ও প্রয়াস এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে এই সরকার কাজ করছে। দিব্যাঙ্গজনদের সহায়তায় খেলাধুলা, শিক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সমাজের সকলের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা রাইটস অফ পার্সন্স উইথ ডিজেবিলিটিস রুলস- ২০১৮ তে সরাসরি নিয়োগ ও পদন্নোতির ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ সংরক্ষণ এবং সরকারি অনুদান প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ সংরক্ষণের সংস্থান রয়েছে। তিনি বলেন, এখন পর্য্যন্ত ৩৫ হাজার ১৮ জনকে ইউনিক ডিজেবিলিটি আইডেন্টিটি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। ১৫ হাজার ৯৮ জন দিব্যাঙ্গজনকে মাসিক ২ হাজার টাকা করে সামাজিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, দু''দিনের এই প্যারা গেমসে অনেকগুলি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। আগে ৮০ শতাংশ ও তার বেশি বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা সামাজিক ভাতার আওতায় আসতেন। বর্তমানে রাজ্যে ৬০ শতাংশ ও তার বেশী যোগ্য দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিদের সামাজিক ভাতার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার দিব্যাঙ্গজনদের সুবিধার্থে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করেছে। তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে নীতিও গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, অনুষ্ঠানের সভাপতি আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।

অনুষ্ঠানে স্পেশাল অলিম্পিকস ভারত''র সভাপতি ড. মল্লিকা নাড্ডা বলেন, এই ধরণের ক্রীড়া কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিব্যাঙ্গ খেলোয়াড়দের দক্ষতা এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রথম দিব্যাঙ্গ শব্দটিকে সামনে এনে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন করেছেন। দিব্যাঙ্গ খেলোয়াড়দের স্পেশাল অলিম্পিকস ভারতের সাথে যুক্ত হয়ে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, অধিকর্তা তপন কুমার দাস, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ত্রিপুরা পলিসি ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ পার্সন্স উইথ ডিজেবিলিটিস ২০২৪ প্রকাশ করেন। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি দিব্যাঙ্গ শিক্ষার্থীদের চিফ মিনিস্টারস মেধা পুরস্কার প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে চেক তুলে দেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে দু''জন দিব্যাঙ্গজন ব্যাক্তিকে ইউনিক ডিজেবিলিটি আইডেন্টিটি কার্ড এবং দু''জন দিব্যাঙ্গজনকে সামাজিক ভাতা প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে সুবিধাগুলি তুলে দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে প্রদর্শিত বিভিন্ন স্টলগুলি পরিদর্শন করেন।

দুই দিনব্যাপী খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস আজ সমাপ্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মর্য্যাদাপূর্ণ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমস ২০২৪ শুরু হয়েছে। দুই দিন ব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা আগামীকাল সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে। রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আজ, বুধবার বিকেল তিনটায় আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাক্তার) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, স্পেশাল অলিম্পিক ভারতের প্রেসিডেন্ট ড. মল্লিকা নাড্ডা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পৌরহিত্য করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সারা রাজ্যের প্রচুর সংখ্যক খেলোয়াড় এতে অংশ নিয়েছে। আগামীকাল বিভিন্ন ইভেন্টের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল বিকেল সাড়ে তিনটায় একই ময়দানে প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য টিংকু রায় উপস্থিত থাকবেন। সম্মানীয় ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি ঝর্না দেববর্মা, প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি জয়ন্তী দেববর্মা, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সেক্রেটারি সুকান্ত ঘোষ, কম্পোজিট রিজিওনাল সেন্টারের অধিকর্তা ডা. অমিত কুমার কাচ্ছপ প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন ত্রিপুরা পশ্চিম জেলার জিলা সভাধিপতি বলাই গোস্বামী। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি আগামীকালের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

মর্যাদাপূর্ণ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে

বুদ্ধ গুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবার ২৭ ডিসেম্বর, ক্রীড়া সূচি ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যের সাহসী চিত্র সাংবাদিক স্যন্দন পরিবারের সদস্য প্রয়াত বুদ্ধ গুপ্তের স্মৃতিতে মিডিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আগামী ২৭ ডিসেম্বর হবে। অনিবার্য্য কারণে তা পূর্বঘোষিত ২১ ডিসেম্বর থেকে পিছিয়ে ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এম বি বি কলেজের মাঠে (উপরের মাঠে) একদিনের এই আসরের উদ্বোধন হবে সকাল ৯টায়। বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক বিশেষ লটারি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার ক্রীড়া সূচি তৈরি করা হয়েছে।

চিত্র সাংবাদিক বুদ্ধ গুপ্তের স্মরণে প্রতি বছরের মত এবারেও এই মিডিয়া ক্রিকেটের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের প্রথম শ্রেনীর সর্বাধিক পঠিত বাংলা সংবাদপত্র স্যন্দন পত্রিকা।

স্যন্দন পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক সরযূ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত লটারি অনুষ্ঠানে গঠিত ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ নাগেশ্বরী-এ বনাম এসপি-২ এর মধ্যে। ১৪ টি দলকে নিয়ে আয়োজিত এবারকার টুর্নামেন্ট হবে নকআউট পদ্ধতিতে। ফাইনাল ম্যাচসহ মোট ১৩ টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, ২৭ ডিসেম্বর দিনভর প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও প্রাইজমানি তুলে দেয়া হবে। নকআউট এই আসরের প্রতিটি ম্যাচ হবে সীমিত চার ওভারে। সিক্স-এ সাইট আসরে প্রতি দলে সর্বাধিক ৮ জন থাকতে পারবেন। এবারের আসরে চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফি সহ প্রাইজমানি পাবে ২ হাজার টাকা। রানার্স ট্রফি সহ ১৫০০ টাকা এবং ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট পাবে ট্রফি সহ ১০০০ টাকা।

এর সাথে সেরা ব্যাটসম্যান, সেরা বোলার ও ম্যান অব দ্যা ফাইন্যালকেও পুরষ্কার দেয়া হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দুজন ক্রীড়া সাংবাদিক দৈনিক সংবাদের সুমন আচার্য্য ও ডেইলি দেশের কথার মিঠুন করকে এবং দুজন চিত্র সাংবাদিক সুমন দেবরায় ও প্রাণগোপাল আচার্য্যকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেয়া হবে। স্যন্দন পত্রিকা ও টিভির পক্ষ থেকে সকলকে ২৭ ডিসেম্বর মাঠে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বিজয় মার্চেন্ট : ১০ উইকেটে নাগাল্যান্ডকে হারিয়ে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ত্রিপুরা। প্রত্যাশিতভাবেই হারিয়েছে নাগাল্যান্ডকে। তবে নাগাল্যান্ড কিন্তু পরপর দুই ম্যাচে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে প্রথম সারিতে অবস্থান করছিল। কিন্তু ১০ উইকেট এর ব্যবধানে দারুন জয় ছিনিয়ে ত্রিপুরা একদিকে যেমন বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট পেয়েছে। অপরদিকে নাগাল্যান্ডকে ছাপিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। বিসিসিআই আয়োজিত বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি পুরুষদের অনূর্ধ ১৬ তিন দিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। যদিও মঙ্গলবারে শুরু হয়ে ম্যাচটি আজ দ্বিতীয় দিনেই শেষ হয়েছে। নাগাল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ৬০ রানের জবাবে ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা ৪৯.২ ওভার খেলে ২০১ রানে বুধবারে ইনিংস শেষ করে।

নাগাল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬১ রান সংগ্রহ করলে ত্রিপুরার সামনে জয়ের জন্য ২০ রানের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায়। ১৫ বল খেলে ত্রিপুরার ওপেনিং জুটি অর্থাৎ বিনা উইকেটে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দশ উইকেটে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে ত্রিপুরা দল বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট পেয়েছে। তিন ম্যাচের শেষে ত্রিপুরা দলের সংগৃহীত পয়েন্ট ১৪।

প্রথম খেলায় বিহারের বিরুদ্ধে ম্যাচটি নিষ্পত্তি হলেও প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে থাকার কারণে এক পয়েন্ট পেয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা দল মিজোরামকে ২২৬ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে ৬ পয়েন্ট পেয়েছিল। গ্রুপের অন্য ম্যাচে সিকিম রয়েছে চালকের আসনে অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। অপর খেলায় বিহার ইনিংস সহ জয়ের দোরগোড়ায় রয়েছে মিজোরামের বিরুদ্ধে।

ফলো-অন বাঁচালেন বুমরা, আকাশ, ‘জয়ের আনন্দ’ সাজঘরে, যদিও ভারত এখনও পিছিয়ে ১৯৩ রানে

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের বল গালির উপর দিয়ে পাঠালেন আকাশ দীপ। আর সঙ্গে সঙ্গে সাজঘরে কোচ গৌতম গম্ভীর এবং প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি লাফিয়ে উঠে হাত মেলালেন। হাত তালি দিতে শুরু করলেন বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মা। সেই সময়ের সাজঘরের ছবিটি সম্প্রচারকারী চ্যানেল যে কোনও সময় ভারতের ম্যাচ জয়ের ছবি বলে চালিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ব্রিসবেনে ম্যাচ জেতা থেকে বহু দূরে ভারত। ব্যাটারেরা ব্যর্থ হওয়ায় যশপ্রীত বুমরা এবং আকাশ মিলে ফলো-অনের লজ্জাটা ঢাকলেন। তাতেই দলের ব্যাটারদের মুখে হাসি ফিরল।

প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ৪৪৫ রান করেছিল। ফলো-অন বাঁচাতে হলে ভারতকে ২৪৬ রান করতে হত। সেটাই যে ভারতীয় দলের লক্ষ্য হয়ে গিয়েছিল তা বুঝিয়ে দিল গম্ভীরদের উচ্ছ্বাস। যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, ঋষভ পন্থ, বিরাট, রোহিতেরা রান না পাওয়ায় জয়ের আশা ছেড়ে দেওয়াই স্বাভাবিক। ব্যাটারদের মধ্যে রান পেলেন শুধু লোকেশ রাহুল। ওপেনার হিসাবে সুযোগ পেয়ে টেস্টে নতুন জীবন পেয়েছেন তিনি। তবে দিনের শুরুতে তাঁর দেওয়া সহজ ক্যাচটা স্টিভ স্মিথ ফেলে না দিলে হয়তো লজ্জার খাতায় তাঁর নামও উঠত। স্মিথ তাঁকে জীবন দিতে রাহুল থামলেন ৮৪ রানে। আউট হলেন স্মিথকে ক্যাচ দিয়েই।

রাহুল দেখালেন ক্রিজে থাকতে পারলে রান আসবেই। ঝুঁকি নিলে হবে না। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করলেন রবীন্দ্র জাডেজা এবং নীতীশ কুমার রেড্ডি। ভারতের দুই অলরাউন্ডার মিলে ৫৩ রানের জুটি গড়েন। যে জুটি ফলো-অন বাঁচানোর বিশ্বাস তৈরি করে। কিন্তু নীতীশ ৬১ বলে ১৬ রান করে আউট হওয়ার পর জাডেজার সঙ্গীহীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সিরাজ ক্রিজে যে রকম হাস্যকর ভাবে রান নিতে রান আউট হচ্ছিলেন, তাতে তাঁর উপর ভরসা করা কঠিন ছিল। ১১ বলে ১ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। ৭৭ রান করে আউট হন জাডেজাও। প্যাট কামিন্সের বাউন্সার সামলাতে না পেরে উইকেট দিয়ে আসেন। ফলো-অন বাঁচাতে ভারতের তখনও ৩৩ রান বাকি। যা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল।

অসম্ভবকে সম্ভব করলেন বুমরা এবং আকাশ। দলের অধিনায়ক ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেও সহ-অধিনায়ক বুমরা ব্যাট, বলে দলকে ভরসা দিয়ে চলেছেন। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন। ব্যাট হাতে ফলো-অন বাঁচানোর ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা নিলেন। তৃতীয় দিনের শেষে বুমরা এক সাংবাদিককে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ব্যাট করতে পারেন। চতুর্থ দিনে সেটা কাজে করে দেখালেন। দিনের শেষে ২৭ বলে ১০ রান করে অপরাজিত বুমরা। নেথন লায়ান, মিচেল স্টার্ক এবং কামিন্সকে সামলে অপরাজিত রইলেন তিনি। আর তাঁকে সঙ্গ দিলেন বাংলার আকাশ। ৩১ বলে ২৭ রানে অপরাজিত তিনিও। বুধবার সকালে প্রথম ইনিংসই খেলতে নামবে ভারত। যা মঙ্গলবার এক সময় অসম্ভব মনে হচ্ছিল। বুমরা এবং আকাশ একটি করে ছক্কা মেরেছেন। আকাশ দু'টি চারও মেরেছেন।

বিরাট তাঁর একটি ব্যাট আকাশকে উপহার দিয়েছিলেন। তার পর থেকে সেই ব্যাট নিয়েই খেলতে নামেন আকাশ। মঙ্গলবারও তাই নেমেছিলেন। সেই ব্যাটেই রান করলেন। বুমরা এবং তিনি যখন ব্যাট করছেন, সেই সময় বিরাট সাজঘর থেকে অভিমন্যু ঈশ্বরণকে দিয়ে কিছু বলে পাঠান। হয়তো বলে পাঠালেন, সিঙ্গলস নিয়ে খেলতে। তাড়াহুড়ো না করতে। রোহিত, বিরাটেরা ব্যাট করার সময় মাঝে মাঝে এই কথাগুলো মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য কোচ গম্ভীরেরও কাউকে পাঠানো উচিত। তাতে যদি শট নির্বাচনগুলি ঠিক মতো করেন ভারতের ব্যাটারেরা।

আকাশ এবং বুমরা ব্যাট হাতে সাজঘরে আনন্দ ফিরিয়ে এনেছেন। সোমবার সকালে ঝুঁকে পড়া কাঁধগুলি তাতে যদি আবার চাঙ্গা হয় তাহলে ভারতেরই লাভ। বুধবার ম্যাচের শেষ দিন। ১৯৩ রানে পিছিয়ে থাকা ভারতের বিরুদ্ধে বড় রানের লিড পাবে অস্ট্রেলিয়া। তবে তাতে ম্যাচ জেতা হয়তো সম্ভব হবে না। কারণ বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ১০ উইকেট নেওয়ার কাজটা কঠিন হবে। বিরাট, রোহিতেরা তাড়াতাড়ি আউট হয়ে গেলেও বুমরা, আকাশেরা যে সহজে হার মানবেন না তা বলাই যায়।

ব্রিসবেন এবং বাংলার ‘আকাশে’ স্বস্তি গম্ভীরদের ! দুই বোলারের লড়াইয়ের স্তুতি রাহুলের

প্যাট কামিন্সকে গালির উপর দিয়ে আকাশ দীপ চারটা মারতেই ভারতের ফলো-অনের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। ব্রিসবেনের সাজঘরে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বিরাট কোহলি, গৌতম গম্ভীরেরা। মঙ্গলবার অবিচ্ছিন্ন দশম উইকেটে যশপ্রীত বুমরা এবং আকাশের ৩৯ রানের জুটি ভারতীয় দলকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। দিনের খেলার শেষে লোকেশ রাহুলও কৃতিত্ব দিলেন দুই জোরে বোলারকে।

রোহিত শর্মাদের ফলো-অন করাতে পারলে ব্রিসবেন টেস্ট জিততেও পারতেন প্যাট কামিন্সেরা। বৃষ্টি পরিস্থিতি কঠিন করলেও অস্ট্রেলিয়ার জয়ের আশায় জল ঢেলে দিয়েছে আসলে বুমরা-আকাশ জুটিই। কারণ, ভারত প্রথম ইনিংসে যত রানেই পিছিয়ে থাকুক, বুধবার অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে নামতেই হবে। বুমরা-আকাশের ব্যাট হাতে লড়াই ভারতের হারের সম্ভাবনা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। দুই সতীর্থকে কৃতিত্ব দিতে ভোলেননি রাহুলও।

চতুর্থ দিনের খেলার শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাহুল বললেন, “লোয়ার অর্ডার ব্যাটারেরা রান করলে সব সময়ই ভাল লাগে। দলের বৈঠকেও আমরা এটা নিয়ে কথা বলেছিলাম। আমাদের বোলারেরা ব্যাটিং নিয়েও অনেক পরিশ্রম করেছে। ওদের জুটি তারই ফল। বুমরা-আকাশের ছোট জুটিটার মূল্য অনেক। ফলো-অনের সম্ভাবনা না থাকায় পরিস্থিতি এখন অন্য রকম।” রাহুল বলেছেন, “বুধবারও ব্রিসবেনে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার মধ্যেই আমাদের লড়াইয়ের উপায় খুঁজে নিতে হবে। নিঃসন্দেহে বুমরা আর আকাশের লড়াই আমাদের স্বস্তির জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। আমরা যে ভাবে দিনটা শেষ করতে পেরেছি, সেটা ভালই।” ভারতের প্রথম সারির ব্যাটারদের মধ্যে ব্রিসবেনের ২২ গজে রাহুল (৮৪) কেউই রান পাননি। দলের ব্যাটিং আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল বলেও মেনে নিয়েছেন রাহুল। তবু তাঁর মুখে শুধুই দুই বোলারের প্রশংসা। রাহুল বলেছেন, “দিনের শেষ আধ ঘণ্টা দারুণ লড়াই হল। ওরা দু'জন শুধু রান করেনি বা পিচে সময় কাটায়নি। বাউন্সারগুলোও ভাল ভাবে সামলেছে। বলের পিছনে ব্যাট নিয়ে গিয়ে খেলার চেষ্টা করেছে। ভাল রক্ষণ করেছে। কয়েকটা ভাল শটও মেরেছে। সত্যিই ভাল ব্যাট করল ওরা। বুমরা আর আকাশের ব্যাটিং শুধু ওদের নয়, গোটা দলকেই আত্মবিশ্বাসী করবে।”

ভারতীয় শিবিরও বুমরা এবং আকাশময়। ব্রিসবেন এবং বাংলার আকাশ স্বস্তি এনে দিয়েছে গম্ভীরদের। সোমবার এক অস্ট্রেলীয় সাংবাদিক ব্যাটিং দক্ষতা নিয়ে খোঁচা দিয়েছিলেন বুমরাকে। তাঁকে এক বছর আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলা ইনিংসের কথা মনে করিয়ে দেন ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, কথায়-কাজে পার্থক্য নেই। অস্ট্রেলিয়ায় বল এবং ব্যাট হাতে রোহিত-কোহলিদের মান বাঁচাচ্ছেন বোলারেরাই।

পিছিয়ে পড়লো রাজ্যের দাবাড়ুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি উদয়পুর,১৮ ডিসেম্বরপিছিয়ে পড়লো রাজ্যের দাবাড়ুরা। ২২ তম পূর্বোত্তর রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায়। বুধবার মহকুমার স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আসরের তৃতীয় ও চতুর্থ রাউন্ডের খেলা হয়। চতুর্থ রাউন্ড শেষে শীর্ষে রয়েছেম ৯ জন দাবাড়ু। এর মধ্যে রাজ্যের কোনও দাবাড়ু-র স্থান নেই। শীর্ষে থাকা ৯ দাবাড়ুরা হলেন গুরুং রাহুল, দুপিত তাচুং, গুরুং রোহিত, এইচ লালরিন থাংগা, স্টিপেন মালসোয়াম টুলুঙ্গা, রাহুল সোরম সিং, অনুরাগ প্রীতম মেধি মেলেসাই এবং ওনিয়া নালো। সাড়ে ৩ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ১৪ জন: ওয়াই ধনবীর সিং, অভ্রজ্যোতি নাথ, সুপ্রীতম বরুয়া, কোজেনবাম মিতাই, অম্লান মহন্ত, আতেম্বি লাইজরাম, প্রসেনজিৎ নম: শুদ্র, এলাংবাম শশীকান্ত সিং, শেখোয়াত হোসেন, দেবাংকুর ব্যানার্জি, দত্ত উমাশঙ্কর, তালিন নিমপো, লাল রিন লিয়ানা জন এবং নদিয়া সোংগাইজাম। বৃহস্পতিবার আসরের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ রাউন্ডের খেলা হবে। আসর পরিচালনা করছেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য্য।

এবার পৃথ্বীকে নিয়ে সরব মুম্বই অধিনায়ক শ্রেয়স

পৃথ্বী শকে নিয়ে এ বার অসন্তোষ প্রকাশ করলেন শ্রেয়স আয়ার। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ফাইনালের পর দলের ওপেনারকে নিয়ে ক্ষোভ গোপন করলেন না মুম্বই অধিনায়ক। শ্রেয়সের বক্তব্য, পৃথ্বীকে বাচ্চাদের মতো আগলে রাখা সম্ভব নয়।দেশের অন্যতম সেরা প্রতিভাবান ব্যাটার হিসাবে উঠে এসেছিলেন পৃথ্বী। একটা সময় পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে খেলেছেন বিভিন্ন স্তরে। ভারতীয় দলেও সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। মাঠে এবং মাঠের বাইরে বার বার বিতর্কে জড়িয়েছেন। বিশৃঙ্খলার অভিযোগে বাদ পড়েছিলেন মুম্বইয়ের রঞ্জি দল থেকেও। তাঁকে নিয়ে বিরক্তি গোপন করেননি মুম্বইয়ের টিম ম্যানেজমেন্ট এবং নির্বাচকেরা। ফর্মে না-থাকা, দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ ছাড়াও পৃথ্বীর মেদবহুল শরীরের কথা বলেছিলেন তাঁরা। পরে আইপিএলের নিলামেও দল পাননি পৃথ্বী। দিল্লি ক্যাপিটালসের অন্যতম কর্ণধার পার্থ জিন্দলও ওপেনিং ব্যাটারকে নিয়ে হতাশার কথা বলেছিলেন। এ বার মুখ খুলেছেন শ্রেয়সও।

রবিবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ফাইনালে মধ্যপ্রদেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই। ধারাবাহিক ভাবে সুযোগ পেলেও ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিতে পারেননি তিনি। ফাইনালেও করেছেন ১০ রান। তার পরই পৃথ্বীকে নিয়ে মুখ খুলেছেন শ্রেয়স। তিনি বলেছেন, “বাচ্চা তো নয়, যে আগলে আগলে রাখতে হবে। আমাদের পক্ষে সম্ভবও না। এই স্তরে যারা খেলে, তারা সবাই পেশাদার ক্রিকেটার। সবাই জানে কী করা উচিত আর কী উচিত নয়। পৃথ্বীর বিশৃঙ্খলা নতুন কিছু নয়। আগেও অনেক বার করেছে। ওর উচিত নিজের খেলায় মন দেওয়া। বসে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে ওকে। এই পরিস্থিতি থেকে নিজেকেই বেরিয়ে আসতে হবে। নিজেই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে। কারও পক্ষে জোর করে ওকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।”

মুম্বইয়ের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক আরও বলেছেন, “ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি পৃথ্বী ঈশ্বরদত্ত ক্রিকেটার। ওর মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড় বিরল। এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ওকে উন্নতি করতে হবে। নিজের কাজের প্রতি আরও যত্নশীল এবং নীতিনিষ্ঠ হতে হবে। আগেও কথাটা অনেক বার বলেছি।” এখানেই থামেননি শ্রেয়স। কলকাতা নাইট রাইডার্সকে তৃতীয় বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করা প্রাক্তন অধিনায়ক

উইলিয়ামসনের অবসরের ইঙ্গিত?

আগামী আট মাসে আর টেস্ট ম্যাচ নেই নিউ জিল্যান্ডের। কেন উইলিয়ামসন কি দেশের হয়ে সাদা জার্সিতে আর খেলবেন না? স্পষ্ট করে জানালেন না উইলিয়ামসন। রেখে দিলেন অনিশ্চয়তা।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪২৩ রানে জিতেছে নিউ জিল্যান্ড। সেই ম্যাচের পর উইলিয়ামসন বলেন, “পরের টেস্ট অনেক দূরে। আমি এখন এই গ্রীষ্মে বাকি ক্রিকেটে মনোযোগ দিতে চাই। অনেক ক্রিকেট রয়েছে আগামী দিনে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি রয়েছে। সেই সবে খেলার জন্য আমি উত্তেজিত। দেখা যাক তার পর কী হয়। আমি টেস্ট ক্রিকেট ভালবাসি। তবে যা সূচি রয়েছে তাতে আগামী দিনে খুব বেশি টেস্ট নেই।”

নিউ জিল্যান্ডের এর পর টেস্ট ম্যাচ রয়েছে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে। আগামী বছর জুলাই মাসে হবে সেই সিরিজ। ২০২১ সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে

আগামী ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন। এই উপলক্ষ্যে সেন্টাক্রোসকে আগমন জানাতে ব্যস্ত রাজ্যবাসী। ছবি ঃ নিজস্ব

দুই বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত তিন যুবক

আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: দুই বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে ৩ যুবক। আজ সকালে দমকলকর্মীরা কড়ুইমুড়া বাজারে ওই দূর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। আহতদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক বলে জানান এক দমকলকর্মী।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে কড়ুইবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকায় দুইটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে তিনজন রাস্তায় ছিটকে পড়ে। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন তিন যুবক। সাথে সাথে স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। আহতদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক বলে জানান এক দমকলকর্মী।

দয়ালহরির নিরাপত্তার জন্য পুলিশ, টি এস আর এবং সিআরপিএফ

আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর : কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দয়ালহরি দেবনাথকে উদয়পুর আদালতে পেশ করে আর.কে.পুর থানার পুলিশ। সামাজিক মাধ্যমে শাসকদলীয় বিধায়ক সহ দলকে কালিমালিপ্ত করার অভিযোগে তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গতকাল রাতে আর.কে.পুর থানার বিশেষ একটি টিম আগরতলায় অভিযান চালিয়ে দয়ালহরিকে গ্রেফতার করেছে। থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ তাঁকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে উদয়পুর আদালতে প্রেরণ করল পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, দয়ালহরি দেবনাথ সামাজিক মাধ্যমে শাসকদলীয় বিধায়ক সহ দলকে কালিমালিপ্ত করার জন্য একাধিক অপপ্রচার চালিয়েছিল। এ বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এক বিজেপি কর্মী আর.কে.পুর থানায় মামলা দায়ে করে। ওই মামলার ভিত্তিতে গতকাল রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আধুনিক চাহিদায় ভাটা পড়েছে লেপতোষক বিক্রিতে, বিপাকে শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: শীতের মরশুমে কম্বলের চাহিদা বাড়লেও লেপতোশক তৈরির প্রবণতা অনেকটাই কমে গেছে। তাতে বিপাকে পড়েছে লেপতোষক তৈরির কাজে যুক্ত শ্রমিকরা।

বছর দশেক আগেও শীতের দুপুরের নীরবতা ভেঙে যেত একটানা ধুনুরির শব্দে। পুজোর মরসুম শেষ হলেই পাড়ায় পাড়ায় দেখা মিলত ওদের। হাতে তুলোর 'ধোনাই যন্ত্র'। ডগার দিকে ক্রমশ ছুঁচলো হয়ে যাওয়া বাঁশের চকচকে একটা লাঠি থেকে ঝুলন্ত লাল কাপড়ের পুঁটলি। তার মধ্যে পাট করে সাজানো লেপ তৈরির হাল্কা কার্পাস কিম্বা বালিশ তৈরির শিমূল তুলো। সঙ্গে নানা ধরনের লাল 'শালু' কিম্বা 'বাঁদিপোতার' সস্তা খোপকাটা কাপড়। হেমন্তের হিম হিম সকালে বাড়ির ছাদে কিম্বা উঠোনে স্তূপাকার তুলো ধুনে সুরেলা শব্দে মিহি রোঁয়া উড়লেই বোঝা যায় শীত এসেছে। কিন্তু এখন ছবিটা বদলে গিয়েছে অনেকখানি। আজও দু'একজন ধুনুরির দেখা পাওয়া যায় শীত শীত একলা দুপুরে। কিন্তু তাঁদের উপার্জন নিতান্তই কমে গিয়েছে বললেও কম বলা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মজুরি বেড়েছে, কিন্তু কমে গিয়েছে চাহিদা। ফলে বিপন্ন ধুনুরি সম্প্রদায়। বুধবার দুপুরে খোয়াইয়ের বিপিসি পাড়ার মরণ গোপের বাড়িতে দেখা গেল ধুনুরি সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যস্ত লেপ তোষক তৈরিতে।

ব্যস্ততার মধ্যেই ধুনুরি সম্প্রদায়ের সাদ্দাম হোসেন জানান, এই পেশার সঙ্গে তিনি ১৫ বছর যাবৎ যুক্ত। এর মাধ্যমেই তার সংসার প্রতিপালিত হয়। উনার বাড়ি বিহারে। বিগত ৯ বছর যাবৎ ত্রিপুরায় ল্যাপ তোষক বানাচ্ছেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে। সারাদিনে নতুন দুটো লেপ বানাতে পারেন। বাজারে বাহারি রংয়ের কম্বলের সমাহারে কিছুটা হলেও তাদের এই ব্যবসায় ভাটা সৃষ্টি হয়েছে। তারপরেও একটা অংশের মানুষজন শীতের আগমন ঘটলেই তাদেরকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে ল্যাপ তোষক তৈরি করান।

নেশাদ্রব্য বিক্রয়ের দায়ে তিনমাসের জেল হাজতের নির্দেশ দিল আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ ডিসেম্বর: নেশাদ্রব্য বিক্রয়ের দায়ে এক ব্যক্তিকে তিন মাসের জেল হাজত ও এক হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিল আদালত। এক হাজার টাকা জরিমানা না দিতে পারলে আরো তিন মাসের কারাবাসের শাস্তি দেওয়া হয়। স্পেশাল কোর্টের জজ সুদীপ্তা চৌধুরী এই নির্দেশ দেন এদিন। জানা যায় গত ৭/৫/২০২০সালে টাউন কুবঝাড়(৩) নং ওয়ার্ড থেকে এলাকাবাসী ইউনুচ আলী কে আটক করে।তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল নেশা দ্রব্য বিক্রয় করার। তাকে এলাকাবাসীরা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাকে তল্লাশি করলে তার কাছে ছয় কৌটা হিরোইন পায় পুলিশ।তখন কৈলাসহর পুলিশ তার বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় মামলা নেয়। মামলায় আটজন সাক্ষী দেয়। আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। পরিশেষে আজ বুধবার আদালত তাকে তিনমাসের জেল হাজতের সাজা দেয়। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন আইনজীবী সুনির্মল দেব।

স্রোত প্রকাশনা আয়োজিত তৃতীয় ভ্রাম্যমাণ বইমেলা :২০২৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: রবিবার ১৫ই ডিসেম্বর ২০২৪ শৈবতীর্থ প্রকৃতির লীলাভূমি ঊনকোটির অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অবগাহন করে "স্রোত তৃতীয় ভ্রাম্যমাণ" বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লোকগবেষক ও প্রাবন্ধিক মন্টু দাস, মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক দিব্যেন্দু নাথ,কবি আশীষকান্তি সাহা, কবি ড.ঝর্ণা বণিক। কবিতা পাঠ করেন মন্টু দাস, ড.ঝর্ণা বনিক, আশীষকান্তি সাহা,অমলকান্তি চন্দ,অসীমা দেবী,কাজী নিনারা বেগম, মধুচন্দ্রিমা দাস, লীলাবতী সিনহা,পূরবী সিনহা,নিভা চৌধরী,গৌরব ধর এবং গোবিন্দ ধর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সুমিতা দেব, ইতিকণা মুখার্জী সংগীত পরিবেশন করেন রীতা পাল, শুক্লারাণী দাস,আলপনা দাস নন্দী ও অম্বিকা নন্দী। নৃত্য পরিবেশনসহ আলোচনায় ছিলো গোটা একটি দিন মুখর।

ঊনকোটির ইতিহাস সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন মন্টু দাস। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক গোবিন্দ ধর। উপস্থিত ছিলেন স্রোত প্রকাশনার প্রকাশক সুমিতা পাল ধর। অসাধারণ এই অনুষ্ঠানের জন্য সাহিত্যিক গোবিন্দ ধরকে অভিনন্দন জানিয়েছেন উপস্থিত সকলে।

রাজ্যে উডল্যান্ডস হসপিটাল খোলার জন্য রাজ্য সরকারের সাথে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: রাজ্যে উডল্যান্ডস হসপিটাল খোলার জন্য রাজ্য সরকারের সাথে বৈঠক করা হয় সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন উডল্যান্ডস হসপিটালের এমডি। বিশ্ব মানের উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক পরিষেবা সম্পন্ন চিকিৎসা পরিষেবায় অনন্য নজির গড়েছে উডল্যান্ডস হাসপাতাল। আরপি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গ্রুপের অঙ্গ এই হাসপাতাল শুধুমাত্র কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গেই নয় ,সমগ্র পূর্ব ভারতের রোগীদের উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে এক উন্নত নাম। এই হাসপাতালকে আরো আধুনিক করে তোলা হচ্ছে ও ১৫০ টি শয্যা বাড়ানো হচ্ছে। ২০২৬ সালের মধ্যে ৮/৫ আলিপুর রোড, কলকাতায় ১০ স্টোরি বিল্ডিংয়ে মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং ক্যান্সার কেয়ার সেন্টার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে এই হাসপাতাল। উন্নত ও আধুনিক পরিষেবায় উডল্যান্ড হাসপাতাল ইতিমধ্যেই এন এ বি এইচ, এন এ বি এল, আই এস ও ২৭০০০ এর অনুমোদন ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত। পূর্ব ভারতের প্রথম ক্যাথ ল্যাব এবং বাইপাস সার্জারি এর ক্ষেত্রে অনন্য সফলতা অর্জন করেছে। এর মধ্যে ৩০ হাজারের বেশি সফল অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। রোবোটিক সার্জারীর ক্ষেত্রেও রয়েছে অনন্য সফলতা। রয়েছে ২৫৬ স্লাইস ৭৬৮ রি কনস্ট্রাকশন ডুয়েল এনার্জি মডেল সমাটম ড্রাইভ সি টি সিমেন্স মডেল, মেগনেটম ভেরিও ৩ টেসলা এম আর আই মেশিন যা কার্ডিয়াক এম আর এপ্লিকেশন এ সুফলদায়ক।রয়েছে অত্যাধুনিক ওটি ও ল্যাব এর পরিষেবা। উডল্যান্ডস হাসপাতালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা সি ই ও রূপক বড়ুয়া জানান সম্প্রতি ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রামের এক রোগী খুব জটিল পর্যায়ে ছিল। অন্য কোনো হাসপাতালে অসফল অস্ত্রোপচারের পর তাকে উডল্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

সড়ক নির্মাণের বরাত পাওয়া সংস্থার অস্থায়ী ক্যাম্পে দুষ্কৃতী হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর: সড়ক নির্মাণের বরাত পাওয়া সংস্থার অস্থায়ী ক্যাম্পে হামলা চালানো দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় আহত হয়েছে শ্রমিক। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে শ্রমিকরা। কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ভবানীপুর থেকে মনুয়াটিলা তিন কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের বরাত পায় কৈলাসহরস্থিত মাহি কনট্রাকশন নামক এক ঠিকাদারি সংস্থা। বরাত পাওয়ার পর থেকে সাব কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি স্থানে ক্যাম্প গঠন করে প্রায় ২০ থেকে ২৫ দিন যাবত ইট ভাঙ্গার কাজ করছে ১০ থেকে ১৫ জন শ্রমিক।

কিন্তু অভিযোগ হঠাৎই একদল দুষ্কৃতী হানা দেয় ক্যাম্পে এবং হুমকি দেয় কাজ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি ভাঙচুর চালায় ক্যাম্পে থাকা ঘর এবং দুটি ট্রিপার গাড়ির উপর। সেখানে থাকা শ্রমিকদেরও মারধর করে বলে অভিযোগ করে এক শ্রমিক। কিন্তু ঘটনায় জড়িত কাউকেই সনাক্ত করতে পারেনি শ্রমিকরা।

ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন সংস্থার সাব কন্ট্রাকটাররা। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেন তারা বলে জানা যায়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট আতঙ্কিত শ্রমিকরা।

১৯শে 'প্রশাসন গাঁও কি ঔর' অভিযান এর সূচনা হবে

আগরতলা/কৈলাসহর, ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪: সুশাসন সপ্তাহ ২০২৪- ২০২৪ উপলক্ষ্যে জনসাধারণের নানা অভিযোগের নিস্পত্তিকরা এবং সরকারি পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দেশব্যাপী "প্রশাসন গাঁও কি ঔর' অভিযান শুরু হচ্ছে আগামীকাল। এর অঙ্গ হিসেবে সারা দেশের সাথে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়ও "প্রশাসন গাঁও কি ঔর' অভিযান এর অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম নেওয়া হচ্ছে। উনাকোটি জেলাশাসকের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে এর অংশ হিসেবে, উনকোটি জেলাশাসকের কার্যালয় পেচারথল আরডি ব্লকের আন্দরছেড়া এইচএস স্কুলে একটি বিশেষ প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হবে। এই শিবিরে বিভিন্ন পরিষেবা বন্টন সহ সাধারণ জনগণের জন্য সরকারি বিভাগ সম্পর্কিত কোনোরকম অভিযোগ থাকলে সেগুলি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

জেলা শাসক শ্রী দিলীপ কুমার চাকমা সরকারের প্রত্যাশা পূরণে "প্রশাসন গাঁও কি ঔর ' অভিযানের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকদের এবং জেলার সমস্ত বাসিন্দাদের এই অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার, অভিযোগ তুলে ধরার, প্রদত্ত পরিষেবাগুলি কাজে লাগানোর এবং জেলা, রাজ্য ও জাতির অগ্রগতিতে অবদান রাখার জন্য আহবান জানান।

এছাড়া, সুশাসন সপ্তাহ পালন উপলক্ষে আগামী তেইশে ডিসেম্বর জেলা সদর কৈলাশহরে জেলা পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানান। যেখানে উনাকোটি জেলায় ডিএম ও কালেক্টর হিসাবে কাজ করা একজন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে থাকবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে অভিজ্ঞতা তুলে ধরবেন।

এই অভিযানের উদ্দেশ্যগুলি হলো : ১) সুশাসনের অনুশীলন, উদ্ভাবন এবং উদ্যোগের প্রতিলিপির প্রচার করা। ২) সর্বোত্তম অনুশীলনগুলির সনাক্তকরণ, প্রচার এবং নথিভুক্তকরণ। ৩) নাগরিকদের দোরগোড়ায় গিয়ে জন-অভিযোগ নিষ্পত্তি করা। ৪) "প্রশাসন গাঁও কি ঔর' অভিযানের মাধ্যমে প্রশাসনকে তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাওয়া।

এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে, একটি ডেডিকেটেড পোর্টাল, https://darpgapps.nic.ni/GGW24, ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে চালু করা হয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে, ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত, উনাকোটি জেলা নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করবেঃ ক). বিশেষ শিবিরে জনসাধারণের অভিযোগ নিষ্পত্তি। খ) সি. পি. জি. আর. এ. এম. এস-এ জনসাধারণের অভিযোগ নিষ্পত্তি গ) রাজ্য পোর্টালগুলিতে জনসাধারণের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা। ঘ) অনলাইন পরিষেবা সরবরাহের জন্য পরিষেবাগুলির সংযোজন ঙ) পরিষেবা সরবরাহে আবেদনপত্রের নিষ্পত্তি চ) সুশাসনের অনুশীলনগুলির সংমিশ্রণ এবং পোর্টালে প্রয়োজনীয় চিত্র সহ সেগুলি প্রচার ও ভাগ করে নেওয়া ছ) জনসাধারণের অভিযোগের সমাধানের সাফল্যের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত প্রহরায় বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে এনসি নগর বিওপিতে পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সনামুড়া, ১৮ ডিসেম্বর: সীমান্ত পরিস্থিতি , সীমান্ত প্রহরায় বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে বুধবার সোনামুড়া মহকুমার এনসি নগর বিওপিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক করেন বিএসএফের ইস্টার্ন কমান্ড তথা এডিজি রবি গান্ধি। তার সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব জেকে সিনহা, ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন ও বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি একে শর্মা।

এদিন দুপুর ১ টা থেকে ১ ঘন্টা ব্যাপী বিএসএফ ৮১ নম্বর বাহিনীর এনসিনগর বিওপিতে চলে এই বৈঠক। বৈঠক শেষে বিএসএফের এডিজি বলেন রাজ্য পুলিশ , সাধারণ প্রশাসন ও সীমান্তে বসবাসরত গ্রামবাসীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রয়েছে বিএসএফের। শুধু তাই নয়, ভালো সম্পর্ক রয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-র সঙ্গেও। সকলে মিলেই সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে। বিএসএফ , পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের আধিকারিকরা ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বিএসএফ ৮১নম্বর বাহিনীর কমান্ডেন্ট সহ বিশিষ্টজনেরা।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
12/19/2024, 1:00 AM